CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 December 2021 ■ আগরতলা ১১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৪ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বেসরকারি সংস্থার তত্বাবধানে বিদ্যুৎ পরিষেবা লাটে, ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রাহকরা

বেতন না দেয়ায় কৈলাসহরের রাস্তায় আত্মহত্যার চেষ্টা কর্মচারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। মাসের পর মাস বেতন না পাওয়ায় কৈলাশহর সাই কম্পিউটার সংস্থার এক কর্মচারীর প্রকাশ্যে রাস্তায় আত্মহত্যার চেষ্টা করে শুক্রবার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সাধারণ মানুষের পর খোদ সাই কম্পিউটার সংস্থার স্থানীয় স্টাফরা বেতন না পেয়ে অফিস তালাবন্ধী করে প্রকাশ্যেই অফিসের সামনে কৈলাসহর শহরের রাজপথে সুইসাইড করতে উদ্যত হয়। পথচলতি মানুষের প্রচেষ্টায় সাই কম্পিউটার সংস্থার স্থানীয় স্টাফকে সুইসাইড করা থেকে রক্ষা করে। গোটা ঘটনায় কৈলাসহরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা শহরের সচেতন নাগরিকরা এবং ভর্ৎসনা করছেন।

উল্লেখ্য, গত দুই বছর ধরে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৈলাসহর মহকুমার বিদ্যুৎ দপ্তর পরিচালনা করছে উত্তর প্রদেশ থেকে আসা সাই কম্পিউটার সংস্থা নামক প্রাইভেট সংস্থা। এই সাই কম্পিউটার সংস্থা যেদিন থেকে কৈলাসহরের বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়েছে সেই দিন থেকেই কৈলাসহরের বিদ্যুৎ পরিসেবা লাটে উঠেছে বলে সাধারণ মানুষের অভিমত। শুধু অভিমতই নয়, সাই কম্পিউটার সংস্থার পরিসেবা নিয়ে গত আট ডিসেম্বর সাই কম্পিউটার সংস্থার বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ মানুষেরা কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় ধর্মনগর - কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ করে প্রকাশ্যেই প্রায় সাত ঘন্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো। এবার নতুন করে সংযোজন সাই কম্পিউটার সংস্থার নগন্য চেহারা। সাই কম্পিউটার সংস্থায় কর্মরত স্টাফরা প্রথম থেকেই অর্থাৎ গত দুই বছর ধরেই প্রতি মাসে সময় মতো বেতন পাচ্ছে না।

কোনো মাসে দশ তারিখ, কোনো মাসে পনেরো তারিখ, কোনো মাসে কুড়ি তারিখ, কোনো মাসে পঁচিশ কিংবা আটাশ তারিখ বেতন দেওয়া হচ্ছে। তাও স্টাফরা প্রতি মাসে বার বার বলার পর এবং খোঁজার পর বেতন দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সমকাজে সমান বেতনও প্রদান করা হচ্ছে না বলে স্টাফরা জানান।একই দিনে একসঙ্গে কাজে যোগ দিয়ে লাইন ম্যানের যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে এক জনের সাথে আরেক জনের বেতনের মিল নেই। সাই কম্পিউটার সংস্থায় কর্মরত শুধু লাইন ম্যানই নয়, ক্লারিক্যাল স্টাফ, গ্রুপ ডি স্টাফ, ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যেও এক জনের সাথে আরেক জনের বেতনের মিল নেই। অথচ, একেক জন স্টাফদের দিয়ে দশ ঘন্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাওয়াতের শেষকৃত্য

দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক প্রয়াত বিপিন রাওয়াতকে ষোলবার তোপধ্বনি দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ছবি ট্যুইটার।

এমবিবি বিমানবন্দর লোকসানে চলছে, দেশের আরও ২৪টি বিমান বন্দরের সঙ্গে নগদীকরণে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। লোকসানে চলছে আগরতলায় এমবিবি বিমান বন্দর। তাই, বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে মিলে বিমান বন্দর পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। লোকসানে থাকা এমন আরও ২৪টি বিমান বন্দরকেও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে পরিচালনার ক্ষেত্রে ভাগ করে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক বিবৃতিতে বেসামরিক পরিবহণ মন্ত্রক এমনটাই জানিয়েছে।

গত তিন অর্থ বছরে এমবিবি বিমানবন্দর প্রায় ১৪৯ কোটি টাকার লোকসান বহন করেছে। মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুসারে, এমবিবি বিমান বন্দরের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪০.৫ কোটি টাকা, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩৬.৪ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭১.৯৭ কোটি টাকা রাজস্ব লোকসান হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বেসামরিক পরিবহণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল(ড়) ভি কে সিং (অবসরপ্রাপ্ত) লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনাধীন এমবিবি বিমান বন্দর সহ দেশের মোট ২৫টি বিমান বন্দরের সম্পত্তি ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে নগদীকরণে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

আগরতলা, ভুবনেশ্বর, বারানসী, অমৃতসর, ত্রিচি, ইন্দোর, রায়পুর, কালিকুট, কুয়েম্বাটুর, নাগপুর, পাটনা, মাদুরাই, সুরাত, রাঁচি, যুধপুর, চেন্নাই, বিজয়ওয়াডা, ভাদোদারা, ভোপাল, তিরুপতি, হুবলী, ইম্ফল, উদয়পুর, দেহরাদুন এবং রাজামুন্দ্রী বিমান বন্দরের সম্পত্তি নগদীকরণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রে বছরে চার লক্ষাধিক যাত্রীর বহন ক্ষমতা রয়েছে এবং বিমান বন্দরের আয়তনে জাতীয় পরিকাঠামো মাপকাঠিতে যোগ্য হলেই যথেষ্ট। পিপিপি মডেলে ওই সমস্ত বিমান বন্দর পরিচালিত হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত পঞ্চভূতে বিলীন

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। পঞ্চভূতে বিলীন দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়্যারে সস্ত্রীক শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো রাওয়াতের। শুক্রবার বিকেলে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। রাজধানী দিল্লির ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়্যারে সস্ত্রীক শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো রাওয়াতের। ১৭ তোপধ্বনিতে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে।

তামিলনাড়ু থেকে বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত সর্বাধিনায়ক ও তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতের দেহ পৌঁছয় দিল্লিতে। শুক্রবার সকাল থেকে প্রয়াত বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রীর মরদেহ শায়িত ছিল তাঁদের বাসভবনে। একে একে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

গন্ডাছড়ায় দূর্ঘটনায় গাড়ি চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক গাড়ি চালকের মৃত্যু হয়েছে। অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধী।

বৃহস্পতিবার রাতে যান দুর্ঘটনায় আবারও এক তরতাজা যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গন্ডাছড়া গঙ্গানগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এদিন রাতে অমরপুরের দিক থেকে টিআর ০৪- ১৯১১ নম্বরের বোলেরো মাক্সি ট্রাক গাড়ি গন্ডাছড়া আসছিল এবং অপরদিক থেকে দ্রুতবেগে একটি অলটো গাড়ি অমরপুর যাচ্ছিল।

অমরপুর গন্ডাছড়া রাস্তার রামনগর এলাকায় বুলেরো মাক্স ট্রাক গাড়িটি অল্টো গাড়িটিকে পাস দিতে গিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছে ধাক্কা লাগে। তাতে গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং গাড়িতে থাকা চালক সহ এক যাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গন্ডাছড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাসলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা দশিরাম রিয়াং(৩৭)কে মৃতবলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে চালক রকসক রিয়াং গুরুতর আহত অবস্থায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিভিন্ন পদে নিয়োগে অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। মন্ত্রিসভার গত বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ৪১০টি স্টাফ নার্স পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া স্থির বেতনের ভিত্তিতে ৭৫ জন স্টাফ নার্স নিয়োগের জন্যও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত সমূহের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি জানান, গত মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ২২টি হোমিওপ্যাথি ফার্মাসিস্ট, ২৫টি আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিস্ট এবং ৩৯টি লেবেরোটরি টেকনিসিয়ান পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে ৪১২ টি এলোপ্যাথি ফার্মাসিস্ট পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দিয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে আই টি আই প্রিন্সিপাল গ্রপ-বি গেজেটেড এর ৫টি শূন্যপদ পূরণ করার জন্যও গত মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যের ১০০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-তে রূপান্তরিত করা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহর এলাকা মিলিয়ে মোট ১০০টি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-তে রূপান্তরিত করা হবে। ইতিমধ্যেই ৫২টি বিদ্যালয়ের সিবিএসই অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাকিগুলি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তিনি জানান, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে ১০০টি স্কুলের পরিচালনার জন্য আগামীতে মোট ১৪০০ জন শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে থাকবে একাডেমিক কাউন্সিলার, স্পেশাল এডুকেটার, ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার, স্টাফ নার্স, মনোবি'ান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল, অর্থনীতি, লাইবেরিয়ান ইত্যাদি।

এসব ক্ষেত্রের জন্য শিক্ষক, কর্মী নিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, বর্তমানে এই ১০০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে ৯২ হাজার ৭৩৩ জন ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন ২৯৬৭ জন। তিনি জানান, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকার ৫৮টি বিদ্যালয়ের জন্য ১৪৬ কোটি টাকা এবং শহর এলাকায় ৪২টি বিদ্যালয়ের জন্য ১০৫ কোটি ৯ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এই বিদ্যালয়গুলি হবে স্পেশাল ক্যাটাগরির স্কুল। রাজ্যের যেকোন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রী এগুলিতে ভর্ত্তি হতে পারবে। স্কুলগুলি হবে সিঙ্গেল সিফটেড।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীনে ১০০টি বিদ্যালয়ের জন্য পি আই-র ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি বিদ্যালয়ে থাকবে চিকিৎসকের সুবিধা। এই স্কুলগুলির নার্সারির ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও রাখা হবে। মন্ত্রী জানান, প্রতিটি স্কুলে কলা-সংস্ক'তির চর্চার জন্যও শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকবেন। তিনি জানান, শহরের ২০টি স্কুল হবে স্পেশাল এ'পার্টাইস স্কুল। দুই বা তিনটি স্কুল মিলিয়ে থাকবে একটি কমন হোস্টেলের সুবিধা। থাকবে মাদার অন ক্যাম্পাস এর সুবিধা। তিনি জানান, ষষ্ঠ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমরপুরে স্কুলছাত্রকে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলা অমরপুর থেকে এক স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা করে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা। অবশ্য স্থানীয় লোকজন দেখে ফেলায় প্রাণে রক্ষা পেয়েছে ওই স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক স্কুলছাত্র অপহরণের ঘটনা প্রকাশ্যে এলো বৃহস্পতিবার। ঘটনা ঘটে অমরপুর বীরগঞ্জ থানাধীন টাউন শংকর পল্লী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,মোঃ আশিক মিয়া নামে এক স্কুলছাত্র প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার সময় অমরপুর এগার নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম বিজিত প্রার্থীর ছেলে স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। এলাকার মানুষের সহযোগিতায় ব্যর্থ হয় ছাত্রকে অপহরণের চেষ্টা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্কুল ছাত্রীর বাবা অভিযোগ করেছেন তাকে প্রাণে মারার লক্ষ্যেই অপহরণ করে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

খবর পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে যায় অল্পেতে রক্ষা হয়েছে। দুর্বৃত্তরা তাকেও বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ। এদিকে এ ঘটনার খবর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ বাঙালী ছাত্র সমাজের। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে বিনিয়োগ করতে ৫০টির বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মৌ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। আগরতলায় দুদিনের বিনিয়োগ সম্মেলনে ৫০টির বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য মৌ স্বাক্ষর করেছে। এরফলে ২ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আজ বিনিয়োগ সম্মেলন শেষে প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ের সময় তিনি আরও বলেন, যে লক্ষ্যে ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এই দুদিনব্যাপী ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-ইনভেস্টমেন্ট সামিটের আয়োজন করা হয়েছিলো তা পুরোপুরি সফল হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। রাজ্যে শিল্প স্থাপনের মুখ্য উপাদান বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদির প্রাচুর্যতা রয়েছে। রাবার, বাঁশ, আগর, শিক্ষা, পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি সেক্টরের ব্যবসায়ীরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছেন। এরফলে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজারের অধিক কর্মসংস্থান হতে পারে। আগামী ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে এইসব ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই বিনিয়োগ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে ১০০ এর অধিক ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, যারা এখানে বিনিয়োগ করার জন্য মৌ স্বাক্ষর করেছেন তাদের সাথে আগামী দিনে নিবিড় যোগাযোগ রাখার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল, অধিকর্তা টি কে চাকমা প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনের পূর্বে দুদিনব্যাপী এই বিনিয়োগ সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যেসব কাঁচামাল রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই শিল্প গড়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এতো বড় বিনিয়োগ সম্মেলনের সফল আয়োজনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুর বাজারে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে মহকুমা প্রশাসনের অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ ডিসেম্বর।। কল্যাণপুরের বাজারের দীর্ঘ্য দিনের এক সমস্যা ফুট পাথ বেদখল। ব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছে মতো ফুটপাথ জবর দখল করে রেখেছে। এদের মধ্যে মুদির দোকান থেকে শুরু করে সাধারণ হকার থেকে স্টেশনারি ও কাপড়ের দোকান ও রয়েছে। এর আগে কল্যাণপুর বাজার কমিটি একাধিক বার ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছে সরকারি জমি ফিরিয়ে দিয়ে ফুটপাথের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কেও তা গ্রাহ্য করেনি।

শুক্রবার দুপুরে মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পির নেতৃত্বে একটি দল কল্যাণপুর বাজার সফর করেন। ঐ দলে কল্যাণপুর থানার প্রতিনিধি এবং তহশিলদার ছাড়াও ছিলেন ডি সি এম প্রদীপ দেববর্মা। মহকুমা শাসক আগামী সাত দিনের মধ্যে ফুটপাথ খালি করার নির্দেশ দেন। সাত দিন পর একজন তহশিলদার এসে সরেজমিনে সব দেখে রিপোর্ট দেবেন। যদি কেও নির্দেশ অমান্য করে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে মহকুমা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি জানান অচিরেই কল্যাণপুরে ডি সি এম অফিস কাজ শুরু করবে। এখন যে কোন কাগজ করতে বা যে কোন সরকারি প্রয়োজনে কল্যাণপুর বাসি কে তেলিয়ামুড়া ছুটতে হয়। কল্যাণপুর অফিস হলে সেই অবস্থার পরিবর্তন হবে। ই ডিস্ট্রিক্ট মডিউলে এই অফিস থেকে ১৩ টি সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে। দেওয়া হবে এ পি আর সি, এস সি, এস টি, ও বি সি, সারভাইব্যাল, ডিসটেন্স, ইনকাম প্রভৃতি সার্টিফিকেট। মহকুমা শাসক জানান এই সুবিধা চালু হলে কল্যাণপুরের মানুষের অনেক উপকার হবে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৬৬ ▫ ১১ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫২৪ অগ্রহায়ণ ▫ শনিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কর সংস্কার জরুরী

পণ্য ও পরিষেবা কর আইন সুদীর্ঘ সতেরো বছর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভারতের কর ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে জিএসটির প্রবর্তনই সবচেয়ে বড় সংস্কার। জিএসটির মূল প্রতিশ্রুতি হইল বেশিরভাগ পরোক্ষ কর তুলিয়া দিয়া একটিমাত্র কর আদায় ব্যবস্থা কার্যকর করা। তাহাতে কর আদায় এবং প্রদানের জটিলতা দূর হইবে। কর আদায় ব্যবস্থা দক্ষ হইয়া উঠিবে। কর ফাঁকি, অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি প্রভৃতি অনেক কমিয়া যাইবে। পুরোপুরি অনলাইন ট্যাক্সের যুগে প্রবেশ করিবে দেশ। সর্বাধিক গতি পাইবে ই-কমার্স। ব্যবসার অসংগঠিত ক্ষেত্রটিও সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসিবে। সব মিলাইয়া সরকার এবং করদাতা নাগরিক শ্রেণি উভয়েই উপকৃত হইবে। উপকৃত হইবেন সমস্ত সংস্থায় চাকরিজীবীরাও। একটি আধুনিক অর্থব্যবস্থায় এটাই কাম্য। কালো টাকার মূল উৎস কর ফাঁকি। তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট অসাধু নাগরিকদের সঙ্গে কর আদায় ব্যবস্থার অদক্ষতাও সমানভাবে দায়ী। সেই বিচারে জিএসটির প্রবর্তন একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। অর্থনীতির পণ্ডিতরা মনে করেন, এর ফলে ভারতীয় অর্থনীতি সমসাময়িক বিশ্ব অর্থনীতির যোগ্যতর অংশ হইয়া উঠিবে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আর্থিক বৃদ্ধির উপর দীর্ঘমেয়াদে জিএসটির ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাইবে। ভারতীয় অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধির বড় চাবিকাঠি হইয়া উঠিবে এই কর সংস্কার। কিন্তু ভারতের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রে জিএসটি চালু করিবার আগে কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক ছিল। তাহার জন্য জরুরি ছিল উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়িয়া তোলা। এই ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি রাখিয়া মোদি সরকার জিএসটি চালু করিয়াছে। পরিকাঠামো
তৈরি করিবার জন্য উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া দরকার ছিল। প্রয়োজন ছিল বিরোধীদের পরামর্শ গ্রহণ এবং সংসদে আন্তরিক আলোচনা।
তাহার জন্য অবশ্যই কিছু সময় ব্যয় হতো। কিন্তু মোদি সরকার এই প্রয়োজনীয় দিকগুলি পরিহার করিয়ায় ২০১৭ সালের ১ জুলাই তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করিয়া দেয়। শিল্প-বাণিজ্য মহলের মস্ত ক্ষোভের দিক হলজিএসটি ব্যবস্থায় এমএসএমই ক্ষেত্রে করের বোঝা তুলনামূলকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। যে-সব শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার বার্ষিক ব্যবসার
পরিমাণ দেড় কোটি টাকার ঊর্ধ্বে, অতীতে শুধুমাত্র সেগুলিকেই এক্সাইজ ট্যাক্স দিতে হইতো। নয়া ব্যবস্থায় বছরে ব্যবসার সাইজ ২০ লক্ষ টাকার বেশি হইলেই হইল জিএসটি দিতে হয়। সংস্থাগুলির সফটওয়্যার সংক্রান্ত খরচ বাড়িয়া গিয়েছে। এই খরচ ছোটখাট সংস্থাগুলির সাধ্যাতীত। ভারতের বিভিন্ন পণ্যে অত্যন্ত বেশি হারে জিএসটি আদায় করা হয়। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে ফ্ল্যাট/বাড়ি বহুকিছুর দাম একলাফে অনেকটাই বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা জিএসটির প্রতিশ্রুতির বিপরীত। এই ঘটনায় পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাসের আশঙ্কা রহিয়া যায়। শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে কর্মসঙ্কোচনও অনিবার্য হইয়া ওঠে।
সংস্কার এমন একটি বিষয়, যাহার গৌরচন্দ্রিকা আছে কিন্তু উপসংহার নাই। সংস্কার হইল নদীর স্রোতের মতো, একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই কথা মাথায় রাখিয়া, প্রতি পর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে জিএসটির সংশোধন পরিমার্জন চালাইয়া যাইতে হবে। আশার কথা এই যে, দেরিতে হইলেও নির্মলা সীতারামনের বোধোদয় ঘটিয়াছে। বিভিন্ন পণ্যের উপর জিএসটির হার কমাইবার চিন্তাভাবনা করিয়া তাঁহার মন্ত্রক। জিএসটি আদায়ের স্তরেও বদল আনা হইতে পারে। এই বিষয়ে মন্ত্রিগোষ্ঠীর উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হইবে। জিএসটির এই পর্বের সংশোধন/সংস্কারের অভিমুখ হইয়া উঠুকচাহিদা, শিল্প-বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের শ্রীবৃদ্ধি।

আয়কর বিভাগ দ্বারা সাইক্লোথন সাইকেল রালির আয়োজন

আগরতলা।। আয়কর বিভাগ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক শুরু করা ''আজাদি কা অমৃত মহোৎসব''এর অংশ হিসাবে ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে আগরতলায় একটি 'সাইক্লোথন' সাইকেল রালির আয়োজন করে। প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধির বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জাতি গঠনের জন্য আয়কর প্রদানে জনগণকে উৎসাহিত করা এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল।
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং ত্রিপুরা রাজ্য উচ্চ শিক্ষা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ড় অরুণোদয় সাহা পতাকা প্রদর্শন করে এই সাইকেল র‍্যালিটি কে যাত্রা সংকেত দেন। আগরতলার অতিরিক্ত আয়কর কমিশনার শ্রী শ্যামল দত্ত আমাদের দেশে সাইকেল চালানোর প্রচারের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, সাইকেল ভ্রমণ বায়ু দূষণ থেকে বাঁচায়। সাইকেল হল সাধারণ মানুষের বাহন এবং এইভাবে সাধারণ মানুষের সাইকেল ব্যবহারে সমর্থন যোগায়। সাইকেল চালিয়ে যাত্রা করা ধীর কিন্তু অবিচলিত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি জাতির অগ্রগতির প্রতীক। ডাঃ সাহা এমন একটি ভালো উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আয়কর বিভাগের প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে আয়কর বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির কথাও বলেন। গুয়াহাটির আয়কর কমিশনার শ্রী কল্যাণ নাথ ও এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।
র‍্যালিতে ২১ (একুশ) জন সাইক্লিস্ট অংশ নিয়েছিলেন যার মধ্যে ১২ বার) জন আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছিলেন এবং ৯ (নয়) জন 'আগরতলা সাইক্লোহলিক্স' থেকে ছিলেন যা আগরতলায় সাইক্লিং উতাহীদের একটি সংগঠন। অংশগ্রহণকারীদের এবং যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে স্মারক টি-শার্ট এবং ক্যাপ বিতরণ করা হয়।সকাল ৮.৩০ মিনিটে আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীর আয়কর ভবন থেকে র‍্যালিটি শুরু হয় এবং সার্কিট হাউস, লিচুবাগান, বরজলা ও দুর্গা চৌমুহনী হয়ে ১৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সাতটি জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক বুথ স্থাপন করা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকরা অংশগ্রহণকারীদের জল ইত্যাদি সরবরাহ করেছিল এবং আয়কর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় এবং করণীয় সম্পর্কে লিফলেট বিতরণ করেছিল।
প্রায় এক ঘণ্টা পর এই সাইকেল রালি শেষ হয়। অবসরপ্রাপ্ত আয়কর চিফ কমিশনার শ্রী পি. কে. দেব বর্মন সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং তিনি অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট, মেডেল, উপহার এবংজলখাবার বিতরণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অতিরিক্ত আয়কর কমিশনার শ্রী শ্যামল দত্ত।

বিজ্ঞানে বাঙালির বিশ্বজয় !

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম নয়। ক্রিকেট, ফুটবল আর রাজনীতি---এই তিন মিলেই আমাদের ইংরেজিতে যাকে বলে ট্রিনিটি। আই পিএল, আইএসএল, মার্কিন ভোট, বিহার ভোট—আম বাঙালি এখন ভীষণ ব্যস্ত। ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই। সময় থাকলে নিশ্চিতরূপে খবর রাখতেন বিজ্ঞানে। বাঙালি বিশ্বজয়ের। বর্তমানে অবশ্য কেন্দ্রে শাসকদল এবং তাদের নেতা মন্ত্রীরাই আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষক। বিজ্ঞানের নামে সাধারণ মানুষের ভিতর অবিজ্ঞানের চাষ করাই এঁদের উদ্দেশ্য। সেই অবিজ্ঞানই তাঁদের মতে বিজ্ঞান। তাঁরা ডারউনের বিবর্তনবাদ মানেন না, কারণ কেউ কোনওদিন কোনও বাঁদরকে মানুষে রূপান্তরিত হতে দেখেননি। এঁদের মতে ডারউনের তত্ত্ব মানে একটি বাঁদর বন থেকে বেরোবে এবং রাস্তায় নেমে মানুষ হয়ে যাবে। আর মানুষ হয়েই, কপালে গেরুয়া ফেট্রি বেঁধে জয় সিয়া রাম ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত করে দেবে। এঁদের বিশ্বাস মহাভারতের যুগে মোবাইল ফোন ছিল, দূরদর্শন ছিল। গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি, ময়ূরের ব্রহ্মচর্য, বললরামের টেস্ট টিউব বেবি, পুষ্পক রথ ওরফে বিমান-এরকম মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। হ্যাঁ, সে যদি বলেন, তবে আমাদের অবজ্ঞানের নবতম সংযোজন-গোবরের বিকিরণের সাহায্যে করোনা দূর করার তত্ব। না না হাসবেন না, যদি নর্দমার গ্যাস ধরে তা দিয়ে উনুন জ্বালানো যায়। যদি মেঘের আড়ালে ব্যবহার করে ফাঁকি দেওয়া যায় রেডারের চোখ, যদি টারবাইন ঘুরিয়ে হাওয়া থেকে অক্সিজেনও পানীয় জল নিষ্কাশণ সম্ভব হয়, যদি এ প্লাস বি হোলস্কোয়ার মন্থনে উঠে আসে প্লাস টুএবি-র বাড়তি অমৃতভাণ্ড, তবে ঘুঁটের টুকরো অনায়াসে মোবাইলের বিকিরণ ঠেকিয়ে দেবে, গোবরের বিকিরণ ঠেকিয়ে দেবে করোনা, ক্রমে মিলবে গরুর নিঃশ্বাসে অক্সিজেন, গরুর দুধে খাঁটি সোনা। বলা যায় না গোমূত্রে যদি মিলে যায় করোনা টিকা? এসব নিয়ে বিজ্ঞানী মহল এবং যাঁরা খানিকটা বিজ্ঞান পড়েছেন, বা যাঁরা আজও খানিকটা বিজ্ঞানমনস্ক তাঁরা হাসহাসি করছেন ঠিকই, কিন্তু যখন আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা বলেন যে তিনি টেকনোলজিতে রামায়ণে বর্ণিত পুষ্পক রথের ভারতে ফিরে যেতেন চান তখন চিন্তা হয় বই কি? তাঁরা একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করছে যেখানে ভারতের এইসব পৌরাণিক কালের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হবে। চেষ্টা করা হবে সংস্কৃতকে ন্যাচারাল প্রসেসিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে তুলে ধরার। আয়োজকরা বলছেন, পুষ্পক রথ সহ বহু বিষয়ের তাঁরা প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা দেবেন। যখন বৈদিক গণিত, প্রসেসিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে সংস্কৃত বা বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদিকে বিজ্ঞান হিসেবে মান্যতা দিতে নারাজ বিজ্ঞানী মহল, তখন দেশের একটি অগ্রগণ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের প্রচেষ্টাকে 'রাজনৈতিক' বলে মনে করছেন অনেক। বিজ্ঞান ও রাজনীতির যোগ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেকে, যখন বিশ্বের তথ্য আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে তাঁরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিজ্ঞান নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করছেন। আমাদের দেশে অবশ্য তেমন কিছু ঘটেনি, বরং উল্টোটাই চোখে পড়ছে। গেরুয়া শিবিরে পৌরাণিক বিজ্ঞানকে নিয়ে মাতামাতি করছেন অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ অধিকর্তরা। তাঁদের সম্ভবত ওই পদে আনাই হয়েছে গোমূত্র থেকে সোনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে। তবে এই প্রবল অবিজ্ঞানের চাষের মধ্যেই এসেছে একটি খুশির খবর। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে দেড়শোর উপর বিজ্ঞানী গবেষক। ওই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিষয়ের মোট এক লক্ষ বিজ্ঞানীকে প্রাথমিকভাবে বেছেছিল। সেরা ২০ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। সেখানে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন বিজ্ঞানী। গবেষণাখাতে বরাদ্দের অভাব, পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং নানা প্রশাসনিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে এই বঙ্গ বিজ্ঞানী ব্রিগেড যেভাবে দেশ তথা বাংলার শিক্ষাকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছেন তাকে কুর্নিশ জানাক বঙ্গবাসী। রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়টির পিছনে একটা সময় আদাজল খেয়ে লেগেছিল গেরুয়া বাহিনী, চালিয়েছিল তাণ্ডব, হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় তিরিশজন অধ্যাপক গবেষণক এই তালিকায় জায়গা করে নিয়ে প্রমাণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান। একটি চপেটাঘাত দিয়েছেন তাঁদের, যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। রাজ্যের আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও এত জনের নাম নেই। কলকাতা কল্যাণী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন এই তালিকায় রয়েছেন। তালিকায় রয়েছে ইন্ডিয়ান এসোশিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স সাহা ইনস্টিটিউট, বোস ইনস্টিটিউট, আইএসআই কলকাতা, বিশ্বভারতী আই আই ই এসটি শিবপুর, আই আইটি খড়গপুর এন আইটি দুর্গাপুর -এর মতো একাধি প্রতিষ্ঠান। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বভারতীয় প্রাক্তন উপাচার্য, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী স্বপন দত্ত রয়েছেন এই তালিকায়। তাঁর গবেষণার ফলেই তৈরি হয়েছে ভিটামিনও লৌহ যৌগের গুণাগুণ মিশিত চাল। যা ভারত সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত শ্রেণির মানুষের প্রকল্পে বর্তমানে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বপনবাবু বর্তমানে কাজ করছেন পাট নিয়ে। পাটেরজিন পরিবর্তন করে সেখানে তুলোর ফাইবার গুঁজে দেওয়া যায় কিনা, সেই কাজ চলছে। সফলতা এলে পাটকে ব্যবহার করা যাবে কটনের মতো।

বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে খান আবদুল গফফর খান

ড. বিমল কুমার শীট

এমন কিছু প্রতিষ্ঠান হয় যার খ্যাতি দেশ থেকে দেশান্তর ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে বহু মহান ব্যক্তি এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। প্রতিষ্ঠানটিও এদের সংস্পর্শে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। কেবল সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি জগতের মানুষ নয়, রাজনৈতিক জগতের মানুষও শান্তিনিকেতনে এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। জনগণের গৌরব সীমান্ত গান্ধি খান আব্দুল গফফর খান ও ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। কবির ভাষায় তা ছিল স্মরণীয় ঘটনা। ওই বছরই জওহরলাল নেহরু ও তাঁর সহধর্মিনী কমলা নেহরু শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।
ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার জেলার অন্তর্গত উত্তামানজাই গ্রামের গফফর খানের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাহারাম খান তাঁর চরিত্রের সততার জন্য স্থানীয় জনগণের কাছে শ্রদ্ধাভাবজন ছিলেন। পেশোয়ারে মিশন হাইস্কুলে গফফর খান পড়াশোনা শুরু করেন কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ না করতে পারায় তাঁকে আলিগড়ে পাঠানো হয়। সে সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম জাতীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'আল হেলাল' পত্রিকা সে সময় যুব সমাজরে মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ওই সময়ে মৌলানা জাফর আলি খানের সম্পাদনায় দৈনিক পত্রিকা 'জমিনদার' ও আজাদের 'আল হেলাল'-এর নিয়মিত পাঠ গফফর খানের মনে গভীর রেখাপাত করে। কালা কানুন রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও এই আন্দোলনের রেশ পৌঁছতে দেরি হয়নি। সেখানে শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক কর্মী হিসাবে আব্দুল গফফর খান ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। স্থানীয় পাঠান উপজাতি মহলে তিনি তখন বাদশা খান হিসাবে পরিচিত। রাওলাট বিরোধী আন্দোলনে জনমত সংগঠিত করার জন্য বাদশা খান নিজের গ্রামে এই উপলক্ষে একটি সভায় মিলিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে পুলিশ এই সভা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। এই তাঁর প্রথম কারাবরণ। গ্রেফতারের পর তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করার হয়েছিল। বাদশা খান পরবর্তী সময়ে তাঁর স্মৃতিচারণা কারার সময় বলেছিলেন ছ'মাসের পর ইংরেজ সরকার তাকে মুক্তি প্রদান করেন। একই সঙ্গে তাঁর পিতা বাহরাম খানকেও মুক্তি দেয়। মুক্তি লাবের পর বাদশা খান আরো ঘনিষ্ঠভাবে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।
গান্ধিজির ডাকে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে খিলাফৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। খিলাফৎ পুনরুদ্ধারের আহ্বানে পাঠান এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। স্বদেশে এই আন্দোলনকে বাদশা খানই সংগঠিত করেছিলেন। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঠিক করার জন্য নাগপুরে এই সময় যে কংগ্রেস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাদশা খান সেই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী স্বগ্রামে ফিরে এসে তিনি একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৯২১)। তাঁর এই কার্যকলাপ ইংরেজ সরকারের মনঃপুত হয়নি। তাঁই সরকার নানাভাবে বাদশা খানকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই জেদী পাঠান যুবক সরকারি নির্দেশ অমান্য করায় ওই বছরই তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়য চলে শারীরিক অত্যাচর। স্বাস্থ্যহানি ঘটলে সেখান থেকে তাঁকে গুজরাতের একটি জেলে বদলি করে দেওয়া হয়। গুজরাত জেলে বন্দি থাকার সময় বাদশা খানের ধর্মীয় মানসে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। জেলের মধ্যে অপরাপর হিন্দু এবং শিক রাজবন্দিদের সংস্পের্শে এসে তাঁর মধ্যে উদারতার মনোভাবে আরো বৃদ্ধি পায়। আন্দামান ফেরৎ বন্দি পণ্ডিত জগৎরামের কাছে তিনি প্রথমে গীতার শ্লোকগুলি পাঠ করে তাঁর অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন। গ্রন্থসাহেব ও বাইবেলও পাঠ করেছিলেন। ফলে সমস্ত ধর্মের সার কথাগুলি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মনে করতে যে ইসলামের মূল বাণী হল সদাচার (আমল), বিশ্বাস (ইয়াকিন) এবং প্রেম (মহববৎ)। অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের মূলেও এই তিনি আদর্শের কথা নানাভাবে বিঘোষিত হয়েছে। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল আদর্শগুলি অভিন্ন হলেও স্থান, কাল ও পরিবেশের বিভিন্নতার ফলে সেই সব ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাসী হিন্দুরাও ধর্মবিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে একেশ্বরপাদী। ধর্ম ব্যাপারে গফফর খান এই রকম উদার মনোভাবাপন্ন হওয়ায় তাঁর পক্ষে এ দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৪-১৯২৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল গফফর খানের চেষ্টায় সেখানে শান্তি ফিরে আসে।
শুধু স্বগ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেই গফফর খান ক্ষান্ত হননি তিনি গঠনমূলক কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। 'খুদাই-খিদমতগার' নামে বিখ্যাত স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করেছিলেন। আসল উদ্দেশ্য সমাজসেবা তথা সমাজ সংস্কার। বাহিনীর সদস্যরা ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে পরহিতে আত্মনিয়োগ করতেন। তাদের সংগঠন থেকে প্রচারিত একটি পুস্তিকায় লেখা ছিল যে " যে জাতি আপনার দুর্দশা লাঘব করতে শ্রম স্বীকারের পরামুখ স্বয়ং ঈশ্বরও সেই জাতির দুঃখ মোচন করেন না" ১৯২৯ সালের আগে বাহিনী কখনো রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়নি। এমনকী ১৯৩০-৩৩ সালের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগেও এই বাহিনীর কোনো সদস্যই উগ্রপন্থী কাজে নিজেদের যুক্ত করেনি। কিন্তু এদের সংগঠন শক্তি এবং সদস্যদের চরিত্রবল এতই দৃঢ় ছিল যে ইংরেজ সরকার সব সময়েই এদের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন।
১৯৩০ সালের ২৩ এপ্রিল খান আব্দুল গফফর খান তাঁর স্বদেশবাসীকে গান্ধিজি নির্দেশিত অহিংস পদ্ধতিতে আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে পাঞ্জারের জেলে প্রেরণ করে। এখানে তাকে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পাশাপাশি তাঁর 'খুদাই-খিদমতগার' বাহিনীকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়। 'পুকতুন' পত্রিকার প্রকাশও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পরে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৩১ সালের বরদৌলি অধিবেশনে আব্দুল গফফর খান তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। আত্মত্যাগ ও সফল নেতৃত্বের জন্য তাঁকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করার (১৯৩৪) কথা বলা হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, " আমি সৈনকি হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, সেভাবেই আমি মরতে চাই।" তবে তিনি একটানা দীর্ঘকাল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন।
এহেন খান আব্দুল গফফর খানের কবির শান্তিনিকেতনে আগমন এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘনটা। তিনি জেলে থাকতে তাঁর পুত্রকে শিক্ষার জন্য বিশ্বকবির প্রাণের প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে ছিলেন। ১৯৩৪ সালে গফফর খান শান্তিনিকেতন গেলে শিক্ষক ও ছাত্র সহ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রাচ্য প্রথায় আন্তরিক সম্বর্ধনা জানান। কবি বলেন, খান আব্দুল গফফর খানের শান্তিনিকেতনে আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং তাঁর দর্শনলাভ ছাত্রগণের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।
শান্তিনিকেতনে যেখানে নানা জাতির কৃষক বালকেরা বাস ও অধ্যয়ন করেন সেখানে খান আব্দুল গফফর খান যান এবং প্রত্যেক বালককে গভীর স্নেহের সঙ্গে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদার করতে থাকেন। আবেগের সঙ্গে তিনি তাদের বলেন যে, সাঁওতাল, ব্রাহ্মণের ও মুসলমানের মধ্যে তফাৎ কোথায়? সকলেই তো মানুষ। মানুষ যে মানুষকে কেন তফাৎ ভাবে তা তিনি বুঝতে পারেন না। হিন্দুস্থানের সকেলই গোলাম। তবে আর জাতের বড়াই কেন? সমগ্র শান্তিনিকেতনের কার্যাবলী পরিদর্শনের পর সমবেত কর্মী ও ছাত্রবৃন্দকে গফফর খান আহ্বান করে বলেন, এখানে যা কাজ হচ্ছে, এ কাজ সবচেয়ে বড় কাজ। তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশষ করে বলতে থাকেন, উত্তর পশ্চিম প্রান্তে তাঁর এ ধরনের কাজ করবার খুব ইচ্ছা ছিল। বিশেষ উল্লেখ্য শিক্ষাকে জনপ্রিয় করবার ও বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে তিনি প্রকিষ্ঠা করেন দা-উর-উলম নামে একটি প্রতিষ্ঠান। সেই সময় সীমান্ত-প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারে এর অবদান সত্যই উল্লেখযোগ্য। সেই প্রদেশের যুবকদের নিয়ে তিনি যে খুদাই -খিদমতগার দল গঠন করেছিলেন তার সেবা কার্যই ছিল মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু লাল কোর্ত্তার বদনাম দিয়ে সে সব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বিপ্লবী নয়, দুনিয়ার খোদার সেবাই তাদের প্রধান আদর্শ।
খান আব্দুল গফফর খান শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করবার সময় কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিদায় অভিনন্দন করে বলেন—প্রিয় বন্ধু, আপনি অল্পক্ষণের জন্য আমাদের মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তাহাও আমাদের পরম সৌভাগ্য।.... কিন্তু সময়ের দৈর্ঘ্য দ্বারা আমরা আপনার উপস্থিতির মূল্য বিচার করিব না। প্রকৃত মহান ব্যক্তিগণের হৃদয় সকলের জন্যই উন্মুখ, তাঁহারা সমগ্র জগতের মানুষ, সময়ের গণ্ডীও তাঁহাদের জন্য নহে। তাঁহার শাশ্বত সনাতন। আমাদের আশ্রমে আপনার আগমনের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল জাগরুক থাকিবে।
"সত্যই আপনার জীবনের ভিত্তি, আপনার জীবন হইতে সত্যের প্রভাব বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি জানি, সত্যনিষ্ঠান ব্যতীতই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশে আজ শতধা বিচ্ছিন্ন, আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্রোহ দেশবাসী স্বীয় অস্তিত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত, সুতরাং ভ্রাতুদ্রোহ নিরোধ করিয়া আপনি ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে এই দেশে আসিয়াছেন। আপনার স্বাভাবিক চরিত্রবলে আমাদের আশ্রমবাসীরাও যে অন্ততত কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহতে আমার অনুমাত্রাও সন্দেই নাই। যে অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই....।
এর পরেও বাংলার সঙ্গে আব্দুল গফফর খানর যোগাযোগের ছেদ পড়েনি। ১৯৪৫-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। পাঁচদিনের এই অধিবেশনে মোট নয়টি বৈঠকের মধ্যে সাতটিতে চিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি দশদিন কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন এবং একটি জনসভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য সেবার বাণীই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়। তিনি বলেছিলেন, আমি খুদা-খিদমতগার নামে যে সঙ্ঘম প্রতিষ্ঠা করেছি তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল গ্রামের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পীড়িত মানুষের মাধ্যে গিয়ে তাদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা তাদের সেবা করা। আমি খুদাই -খিদমতগারের সকল সদস্যাদের এই কথাই শিখিয়েছি যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দরিগ্র, পদদলিত, দুর্বল ও অস্পৃশ্যদের সেবা করতে হবে। এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার মধ্যে দিয়েই আমি স্বাধীনতার আলোক রশ্মি দেখতে পাচ্ছি। বাঙলার অধিবাসীদের জন্য আমার বাণী হল, আমার দরিদ্র সেবার ব্রতই আপনারা গ্রহণ করুন এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রয়োজনীয় জনহিতৈষণার কর্মসাধন করুন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলার সঙ্গে আব্দুল গফফর খানর যোগাযোগের ছেদ পড়েনি। ১৯৪৫-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন। পাঁচদিনের এই অধিবেশনে মোট নয়টি বৈঠকের মধ্যে সাতটিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি দশদিন কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন এবং একটি জনসভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। মানুষের জন্য সেবার বাণীই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজেপির তরফ থেকে আগরতলায় দিব্য কাশী ভব্য কাশী যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি

হাওড়া শাখায় বেড়েছে বিনা টিকেটে ভ্রমণের প্রবণতা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বিনা টিকেটে ভ্রমণের প্রবণতা। হাওড়া ডিভিশনে বিনা টিকিটে চড়া যাত্রীদের ধরপাকড়ের তথ্য দিয়ে রেল স্পষ্ট করেছে বিষয়টি। জরিমানা বাবদ আয়ের হিসাবও এগিয়েছে তাল মিলিয়ে।

গত এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিনা টিকিটে গ্রেফতার ও জরিমানার যে তথ্য হাওড়া ডিভিশন দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ওই সাত মাসে বিনা টিকিটে ধরা পড়েছে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৫০ জন। তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। আমজনতার বিনা টিকিটে ট্রেন চড়ার প্রবণতা রয়েছে তা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে রেল। কর্তৃপক্ষের দাবি, ৩০ অক্টোবর থেকে আমজনতার জন্য লোকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়। সাত মাসের মধ্যে নভেম্বরে সবচেয়ে বেশি বিনা টিকিটের যাত্রী ধরা পড়েছেন। টিকিট কাটার বিধিনিষেধও ছিল না। তাই সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে বিনা টিকিটে ট্রেন চড়েছেন, এমনটা মনে করার কারণ নেই।

হাওড়ার সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রাজীব রঞ্জন বলেছেন, "ট্রেন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী ও বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা বেড়েছে। তবে লকডাউনে আমজনতার ট্রেন চড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।" রেলের দেওয়া তথ্যে দেখা গিয়েছে, গত এপ্রিলে কোভিড পরিস্থিতিতে বিনা টিকিটে ধরা পড়েছেন ৪১ হাজার ৪০০ যাত্রী। জরিমানা থেকে রেলের আয় হয়েছে ৫৮ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা। মে-তে কোভিড সংক্রমণ বাড়ায় যাত্রী সংখ্যা কমে যায়। তাও সেই মাসে ধরা পড়ে ৬ হাজার ৪৮০ জন। জরিমানা থেকে আয় হয়েছিল ১২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। গত জুনে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩ হাজার ৪২০ জন। জরিমানা আদায় হয়েছিল ৩৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। জুলাইয়ে ধরা পড়েছিল ২৭ হাজার ২৮০ জন। জরিমানা ৭৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। আগস্টে ধৃতের সংখ্যা ৩২ হাজার ৩৯০। জরিমানা থেকে আয় ৭৬ লক্ষ টাকা।

প্রোটিন খাওয়ার খেয়েই প্রচারে জুঁই বিশ্বাস

কলকাতা,১০ ডিসেম্বর (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই পুরসভার ভোট নিয়ে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলো। চলতি বছর পুরসভার ভোটের তালিকায় চমক রেখেছে তৃণমূল। ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী জুঁই বিশ্বাস।

একটা বছর পেরিয়ে গেলেও বিদায় নেয়নি করোনা। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি করোনা আক্রান্ত হয়েছে বহু মানুষ। সেই তালিকা থেকে বাদ নেই ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী জুঁই বিশ্বাসও।কিছুদিন আগেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সদ্য করোনা থেকে সেরে উঠেছেন। তার মধ্যেই পুরভোট। পুরভোটের আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে পুষ্টিবিদের পরামর্শে দু'বেলা হাই প্রোটিন খাবার খাচ্ছেন জুঁই বিশ্বাস। এক্কেবারে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মেনে নিজেকে ফিট রাখছেন ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী।

রাজারহাটে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ব্যবসায়ী

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজারহাটে লাঙ্গল পোতা এলাকায় বেপরোয়া গতির জেরে পথদুর্ঘটনায় বলি বাইক আরোহী। তিনি পেশায় মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় রেকজুয়ানি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম চিরঞ্জিত তরফদার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চিরঞ্জিত এদিন সকালে বাইকে মাছিভাঙার দিকে যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, চিরঞ্জিতের বাইকের গতিবেগ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল। তাঁর সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, খুব সম্ভবত ভোরে বাজার ধরার জন্যই বাইকের গতি বাড়িয়েছিলেন। দ্রুত গতিতে ছুটে আসা বাইক সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। তারপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাইকটি। বাইক থেকে অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েন চালক। তাঁর মুখে ও মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত লাগে। মুখের একাংশ থেঁতলে যায়। শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রাই। তাঁরাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার পর পালিয়ে যায় ঘাতক বাস। পরে বাসটিকে আটক করে পুলিশ।

প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা মন্ত্রী রথীন ঘোষের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে প্রণাম জানালেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। শুক্রবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।"

মমতা ব্যানার্জি সাপোর্টার্স ফেসবুক গ্রুপ টুইটারে লিখেছে, "স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বীর যোদ্ধা তথা অগ্নিযুগের বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।"

বাংলার গর্ব মমতা ফেসবুক গ্রুপ টুইটারে লিখেছে, "ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা প্রফুল্ল চাকীর জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা।"

ত্রিপুরায় ২৫৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ

বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর, দশ সহস্রাধিক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : ত্রিপুরায় ২৫৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে বিভিন্ন সংস্থার সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার। তাতে, দশ সহস্রাধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরার শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। তাঁর দাবি, দুয়েক দিনের মধ্যে বিনিয়োগের পরিমান ৩০০০ কোটিতে পৌঁছাবে। কারণ, ইনভেস্টমেন্ট সামিটে অংশগ্রহণকারী আরও কয়েকটি সংস্থা বিনিয়োগের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে। মূলত, তথ্য ও প্রযুক্তি, রাবার, বাঁশ, শিক্ষা এবং পর্যটনে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে, বলেন শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, শিল্প ছাড়া কোন রাজ্যের আর্থিকভাবে সয়ম্ভর হয়ে উঠা সম্ভব নয়। তাই, ত্রিপুরায় শিল্প টেনে আনার জন্য ইনভেস্টমেন্ট সামিটের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে, দারুন সাড়া মিলেছে। দেশের বহু নামী সংস্থা ওই সামিটে অংশ নিয়েছে এবং বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে।তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ২৫৬৪ কোটি টাকা বিনিয়োগে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। তাতে, রাবার, বাঁশ, তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং পর্যটনে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনে সকলকে সমস্ত রকম সহায়তা দেবে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরায় বিদ্যুত ও গ্যাস প্রচুর রয়েছে। ফলে, শিল্পপতিরা ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখাবেন বলেই মনে হচ্ছে।

তাঁর দাবি, আজ প্রায় ৫০টি সংস্থার সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। আরও দুয়েকটি সংস্থা বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাতে, বিনিয়োগের পরিমান ৩০০০ কোটি টাকা ছাড়াবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে তিনি যোগ, প্রত্যাশা অনুযায়ী বিনিয়োগে ত্রিপুরায় দশ সহস্রাধিক কর্মসংস্থান হবে। শুধু তাই নয়, আগামী ২ বছরের মধ্যে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

চালসায় হাতির হানায় মৃত ২

চালসা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম পঞ্চু ওরাওঁ(৪২) ও বিজয় ওরাওঁ(৩২)। পঞ্চুর বাড়ি নর্থ ইংডং বস্তি এলাকায়। বিজয়ের বাড়ি মঙ্গলবাড়ি লাল শুক্রা পাড়া এলাকায়। পাশাপাশি, হাতিটি উত্তর ধূপঝোরা এলাকার একটি বেসরকারি রিসোর্টেও হামলা চালায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোর বেলায় প্রথমে হাতিটি ওই রিসর্টে হামলা চালায়। এরপর হাতিটি মঙ্গলবাড়ি লাল শুক্রা পাড়ায় যায়। ওই সময় বিজয় ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। হাতিটি ঘরের বেড়া ভেঙে বিজয়কে শুঁড় দিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তাকে আছড়ে মেরে ফেলে। এরপর হাতিটি সেখান থেকে যায় নর্থ ইনডং বনবস্তিতে। সেখানে পঞ্চুর বাড়িতে ধান খেতে ঢোকে হাতিটি। হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে পঞ্চু বাড়ি থেকে বের হতেই তাকে বাড়ির উঠনেই ধরে ফেলে। তাকে শুঁড় দিয়ে তুলে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এলাকায় যায় মেটেলি থানার পুলিশ ও খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা। পুলিশ দুটি দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এদিন দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে। এদিন সকালে মৃতদের বাড়ি যান এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা নিরোদিনী সরকার সহ অন্যান্যরা। বনদফতর সূত্রে জানা যায়, সরকারি নিয়মেই তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ফুলশয্যার পরদিনই হাওড়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার বরের দেহ

হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফুলশয্যার পরদিন ভোরেই আত্মঘাতী বর। মর্মান্তিক ঘটনা হাওড়ার শালিমার এলাকায়। সদ্য বিবাহিত যুবকের এহেন মৃত্যু ঘিরে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। কী কারণে ফুলশয্যার পরদিনই নিজেকে শেষ করে দিলেন যুবক, সেই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে সকলের মনেই। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বি গার্ডেন থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, হাওড়ার শালিমার এলাকার যুবক আদর্শ সাউ পেশায় গাড়িচালক। তাঁর সঙ্গে গত ৭ তারিখ বিয়ে হয়েছিল বারাকপুরের বর্ষা কুমারী নামে এক তরুণীর। পরিবারের তরফে দেখাশোনা করে দু'জনের বিয়ে ঠিক করেছিলেন দুই বাড়ির সদস্যরা। আদর্শেরও সম্মতি ছিল এই বিয়েতে। ধুমধাম করেই বর্ষার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়।শুক্রবার ভোরে বর্ষা কুমারী ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যান। ফিরে এসে দেখেন ওই ঘরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে আদর্শ। ঘটনার আকস্মিকতায় বাকরুদ্ধ স্ত্রী। কেন এমন করলেন আদর্শ, উত্তর জানা নেই তারঁ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। হাসপাতালে নিয়ে গেলে আদর্শ সাউকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। কেন আত্মঘাতী হলেন স্বামী? ঘটনার তদন্তে নেমেছে বি গার্ডেন থানার পুলিশ। মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। কিন্তু কী এমন ঘটল যে ফুলশয্যার ভোরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন শালিমারের ওই যুবক? বর্ষা কুমারী জানান, বিয়ের আগেও তাদের ফোনে কথা হত। কোনওদিন কিছু বোঝা যায়নি। তারপরেই এমন ঘটনা ঘটায় সে।পরিবারের লোকেরাও বুঝে উঠতে পারছেন না কেনও এমন সিদ্ধান্ত নিল ছেলে? দু'জনের মধ্যে কারও কোনও অন্য প্রেমঘটিত সম্পর্ক ছিলো কি না সেই প্রশ্নই উঠছে।

অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দফায় দফায় বিক্ষোভ, মিছিল ঘিরে উত্তেজনা। শুক্রবার এমন ছবি দেখা গেল সল্টলেকে। অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণরা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের মিছিল আটকায় পুলিশ। তা থেকে ধস্তাধস্তি হয়। ফের উত্তপ্ত হয় সল্টলেক।

টেট পাশ করেও মেলেনি চাকরি। প্রতিবাদে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের এই বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীরা ২০১৪ সালে প্রাইমারি টেট পাশ করেছেন। কিন্তু এখনও মেলেনি চাকরি। পর্ষদের দফতরের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে গিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়ে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। চ্যাঙদোলা করে বিক্ষোভকারীদের গাড়িতে তোলে পুলিশ। ৬০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ।২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট পাস চাকুরিপ্রার্থীরা বিক্ষোভ দেখান বিধান নগরের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ দফতরের সামনে। ১৬ হাজার চাকুরিপ্রার্থীর নিয়োগ করার কথা ছিল। এখনও পর্যন্ত চাকুরি না পাওয়ায়, তাঁরা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

এদিন সকাল থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সামনে দুটি দলে ভাগ হয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করেন চাকরিপ্রার্থীরা। একটি দল পর্ষদের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। হাততালি দিয়ে দিতে থাকেন স্লোগান। অপর দলটি একটু দূরে এগিয়ে গিয়ে রাস্তা অবরোধ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সেখানে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ। পুলিশের তাড়া খেয়ে অনেক চাকরিপ্রার্থীকেই রাস্তার দু'ধারে বিভিন্ন বাড়ির গেট খুলে ঢুকে যেতে দেখা যায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান এক মহিলা চাকরিপ্রার্থীও। অপর দলটি ততক্ষণে পর্ষদের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে সব পুলিশ কর্মীরাই এদিকে নজর দেন। এক বিক্ষোভকারী চাকরিপ্রার্থী বলেন, "২০১৪ সাল থেকে আমরা বঞ্চিত। আমাদের সকলেরই চাকরির প্রয়োজন। আমাদের সেই চাকরি দেওয়া হোক।"

প্রশাসনের কলুষতা বন্ধ করুন, মমতাকে সুজন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'প্রশাসনের কলুষতা' বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর্জি জানালেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। শুক্রবার সুজনবাবু জানান, "সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং অর্থে চূড়ান্ত দলবাজি করছেন -মাননীয়া।। তৃনমূলের কে কবে প্রার্থী হবে, কে কিভাবে ষড়যন্ত্র করছে সেই বার্তা প্রশাসনিক সভায় কেন? তৃনমূলের নেতা এ সভায় কিভাবে? কার আমন্ত্রনে? অসভ্যতা বন্ধ করুন। চাকরি ছাড়িয়ে তৃনমূলের পতাকা দিন। প্রশাসনের কলুষতা বন্ধ করুন।" যার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন সুজনবাবু, সেই খবরের প্রতিলিপিও টুইটে তিনি যুক্ত করেছেন। তাতে লেখা, "ভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ভুল শুধরে স্বধর্মে ফিরে আসাই প্রকৃত মানব ধর্ম

লখনউ, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সম্প্রতি নিজস্ব ধর্মে ফিরে এসেছেন জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগী, স্বধর্মে ফিরে আসা জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগীকে শুক্রবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে স্বাগত ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী মিলিন্দ পারাণ্ডে। মিলিন্দ পারাণ্ডে বলেছেন, জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগীর এই সিদ্ধান্ত অভিনন্দনের যোগ্য। তাঁর এই সিদ্ধান্তে সেই সমস্ত মানুষজন অনুপ্রাণিত হবেন, যাঁরা স্বধর্মে ফিরে আসতে ইচ্ছুক। ভুল শুধরে স্বধর্মে ফিরে আসাই মানব ধর্ম। যাঁরা হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে চান তাঁদের আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাব।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী মিলিন্দ পারাণ্ডে আরও বলেছেন, 'শিয়া সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি বিগত কয়েক বছর ধরে মুসলিম সমাজের কুরীতি এবং গোঁড়ামি রুখতে অনেক অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ইসলামী জিহাদি এবং মৌলবাদীরা নিজেদের পায়ে আঘাত করাকেই উপযুক্ত বলে মনে করেছে। মুসলিম সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত অংশকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ইসলামী মৌলবাদকে নির্মূল করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তা নাহলে বাকিরা যে জিহাদি মানসিকতা ও ধর্মান্ধতায় ভুগছে, তা ইসলামকেও গ্রাস করবে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের লখনউয়ে অবস্থিত রাম ভবনে কার্যালয়ে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগীকে স্বাগত জানিয়ে মিলিন্দ পারাণ্ডে আরও বলেছেন, শ্রী রাম জন্মভূমির মুক্তির প্রেক্ষাপটে জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগী যে কাজ করেছেন সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার যোগ্য। আমরা সকলকে ভুল শুধরে নিজ ধর্মে ফিরে আসার আহ্বান জানাই। হিন্দু সমাজ তাঁদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাবে।

রাজ্যে সাইকেল কারখানা গড়তে দরপত্র নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে সাইকেল কারখানা গড়তে বেশ কয়েকটি সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। দ্রুত সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে নবান্নে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট কিছু দফতরের আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী আগেও কয়েকবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যে সাইকেল কারখানা গড়ে তোলার জন্য। যাতে রাজ্যের একদিকে শিল্প গড়ে ওঠে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান হয়। সেই সাইকেলই ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হবে। বেশ কয়েকটি সংস্থা রাজ্যে সাইকেল কারখানা গড়তে চেয়েছিল। এবার দরপত্র আহ্বান করার প্রস্তাবে বৃহস্পতিবার সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩০ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের তরফে ইচ্ছাপত্র আহ্বান করা হয়। একে সরকারি তরফে মোট উৎপাদনের ৫০ু কিনে নেওয়ার নিশ্চয়তা, তার উপর কারখানার জমির চরিত্র বদলের সম্পূর্ণ ফি মকুব, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি সম্পূর্ণ ছাড় এবং পাঁচ বছরের জন্য ইলেকট্রিসিটি ডিউটি মকুব করার মতো একগুচ্ছ আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। কয়েকটি ইচ্ছাপত্র জমা পড়েছে। রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম প্রকাশিত আগ্রহপত্রের বিজ্ঞাপনে বলা হয়, ৬ থেকে ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে আগ্রহী সংস্থাগুলিকে আবেদন করতে হবে। নিগম সূত্রের দাবি, জমি পেতে সমস্যা হবে না। কারণ, সরকারের হাতে যে শিল্প তালুকগুলি রয়েছে, সেখানে জমি পেতে বাধা নেই। বিনিয়োগকারীদের যে সব সুযোগ-সুবিধা সরকার দিয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না। রাজ্যের বুকেই এবার সাইকেল কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ইতিমধ্যেই 'সবুজসাথী' প্রকল্পে সাইকেল দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। প্রতি বছর রাজ্যকে ১০ লক্ষ সাইকেল কিনতে হয় লুধিয়ানা থেকে। প্রতি সাইকেলের দাম প্রায় ৩৪০০ টাকা। ফলে বছরে প্রায় ৩৪০ কোটি টাকা খরচ হয়। সরকারি প্রকল্প হওয়ায় চাহিদা প্রতি বছরই থেকে যাবে। ফলে নিশ্চিত উৎপাদনের দিকে তাকিয়ে নামজাদা সাইকেল প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এ রাজ্যে কারখানা গড়তে রাজি হলে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান, উভয় চাহিদাই মেটানো সম্ভব।

স্বৈরাচারী আচরণ করছে কেন্দ্র

ইডি-সিবিআই বিল পাশ নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ সৌগতর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিতর্কের মধ্যেই লোকসভায় পাশ হয়ে গিয়েছে সিবিআই এবং ইডি অধিকর্তাদের মেয়াদবৃদ্ধির বিল। তা নিয়ে এবার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সদস্য সৌগত রায়। তাঁর অভিযোগ, স্বৈরাচারী আচরণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার ঘনিষ্ঠ আধিকারিকদের প্রাধান্য দিতেই এই বিল আনা হয়েছে।

বিরোধী শিবিরের রাজনীতিকদের কাবু করতে কেন্দ্রীয় সরকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে বলে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস, তৃণমূল, ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি), শিবসেনা, ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি), দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝগম (ডিএমকে)-সহ একাধিক দল এই তালিকায় রয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি এবং হই হট্টগোলের মধ্যেই বৃহস্পতিবার লোকসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গিয়েছে সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন সংশোধনী বিল ২০২১ এবং দিল্লি স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাবলিশমেন্ট সংশোধনী বিল ২০২১। তাতে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিবিআই) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকদের মেয়াদ বাড়িয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর করা হয়েছে। তা নিয়েই শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সৌগত। তাঁর কথায়, 'স্বৈরাচারী আচরণ করছে কেন্দ্র। এর আগে অধ্যাদেশ জারি করে দুই আইনে সংশোধন ঘটিয়ে আধিকারিকদের মেয়াদ দুই থেকে বাড়িয়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত করেছিল তারা। সংসদে এর তীব্র বিরোধিতা করি আমরা।"সিবিআই এবং ইডি আধিকারিকদের মেয়াদ বৃদ্ধির পিছনে অন্য অভিসন্ধি রয়েছে বলে লাগাতার অভিযোগ করে আসছে বিরোধী শিবির। সেই সুর ধরা পড়েছে সৌগতবাবুর গলাতেও। তিনি বলেন, "সরকার ঘনিষ্ঠদের প্রাধান্য দিতেই এই বিল। আসলে আধিকারিকদের সামনে গাজর ঝুলিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে চাইছে সরকার। সরকারের মর্জিমত চললে মেয়াদ বাড়বে। এতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে।"

মরশুমের শীতলতম রাত শ্রীনগরে ৫-দিন পর খুলল মুঘল রোড

শ্রীনগর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): দ্রুত পারদ পতন হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকায়, রীতিমতো জমে বরফ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। কাশ্মীর ও লাদাখের সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছে গিয়েছে তাপমাত্রার পারদ। বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম রাত। কাজিগুন্দে ওই রাতেই তাপমাত্রা নেমে মাইনাস ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। জমে বরফ হয়ে গিয়েছে উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গ, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস ৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ৫.৯ ডিগ্রি। কাশ্মীরের তুলনায় ঠাণ্ডা অত্যধিক বেশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে। লাদাখের লেহ-তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, কার্গিলে মাইনাস ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সাইবেরিয়ার পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান কার্গিলের দ্রাসে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এমনই আবহাওয়া থাকবে কাশ্মীর ও লাদাখে। ১৫ ডিসেম্বর জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই।

এদিকে, ৫-দিন পর শুক্রবার থেকে পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে মুঘল রোড। গত ৫ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ ছিল ঐতিহাসিক মুঘল রোড, এই সড়কই দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানকে জম্মুর পুঞ্চ-রাজৌরি জেলার সঙ্গে যুক্ত করে।

চোখের জলে বিদায় বিপিন রাওয়াতকে

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): চোখের জলে বিদায় নিলেন দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক (চিফ ও ডিফেন্স স্টাফ) জেনারেল বিপিন রাওয়াত। শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে তাঁর স্ত্রী মধুলিকা রাওয়াতকেও। শুক্রবার সকালে নিজস্ব বাসভবনে নিয়ে আসা হয় বিপিন রাওয়াত ও তাঁর স্ত্রীর মরদেহ। সেখানে তাঁদের শেষশ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, হরিশ সিং রাওয়াত, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বাইজল প্রমুখ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রমুখ। বাবা ও মা"কে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিপিন রাওয়াত ও মধুলিকা রাওয়াতের দুই মেয়ে কৃতিকা ও তারিণী। গত বুধবার তামিলনাড়ুর কুন্নুরে নীলগিরি জঙ্গলে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান দেশের প্রথম চিফ ও ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী-সহ ১৩ জন।গ্রুপ ক্যাপ্টেন বরুণ সিং আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। দিল্লির সেনা ছাউনিতে শুক্রবার বিকেলে প্রয়াত সেনা সর্বাধিনায়ক জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং তাঁর স্ত্রী মধুলিকার শেষকৃত্য হবে। দিল্লি সেনা ছাউনির ব্রার স্কোয়্যার অন্ত্যেষ্টিস্থলে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় হবে শেষকৃত্য। শুক্রবার সকালেই দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়ারে নিয়ে আসা হয় প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার এল এস লিড্ডড়ের মরদেহ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মানুষকে আগামী বহু বছর ধরে কোভিডের টিকা নেবার প্রয়োজন হতে পারে

অনলাইন ডেস্ক ওষুধ কোম্পানি ফাইজারের প্রধান ড. আলবার্ট বুর্লা এক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মানুষকে আগামী বহু বছর ধরে প্রতি বছর কোভিডের টিকা নেবার প্রয়োজন হতে পারে। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে খুবই উঁচু মাত্রার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতি বছর টিকা নেয়ার প্রয়োজন হবে।

ফাইজারের প্রধান নির্বাহী এই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দক্ষিণ

আফ্রিকায় প্রথম শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রন শনাক্ত হওয়ার আগে। তিনি এই সাক্ষাৎকার দেবার আগেই ব্রিটেন ২০২২ এবং ২০২৩ সালের জন্য অতিরিক্তি ১১ কোটি ৪০ লাখ কোভিড টিকা কেনার চুক্তি করেছে, যার মধ্যে পাঁচ কোটি ৪০ লাখ টিকা ব্রিটেন কিনবে ফাইজার থেকে, আর বাকি ছয় কোটি মডার্না থেকে।

ড. বুর্লা বলেন, করোনাভাইরাসের বেটা ভ্যারিয়েন্ট - যেটিও প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত হয়েছিল - এবং ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, যা প্রথম ধরা পড়ে ভারতে, সেগুলো মোকাবেলায় ফাইজারের টিকা কার্যকর করার পদক্ষেপ তারা ইতোমধ্যেই নিয়েছেন। যদিও তিনি বলেছেন, ওই দুটি ধরন মোকাবেলায় তাদের টিকায় তেমন কোন বদল ঘটাতে হয়নি। তিনি আরও বলেন, অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে টিকা কার্যকর করার কাজ এখন তারা করছেন এবং আগামী ১০০ দিনের মধ্যে তাদের টিকা হালানাগাদ করার কাজ শেষ হবে।

টিকা লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে :

ড. বুর্লা মনে করেন যে মহামারির সময় টিকা লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে, এবং এই টিকা না হলে আমাদের সমাজের মূল কাঠামোই ঝুঁকির মুখে পড়ত।

ফাইজার আশা করছে যে এ বছর শেষ হবার আগেই তারা তাদের এমআরএনএ টিকার তিনশো কোটি ডোজ সরবরাহ করতে পারবে এবং আগামী বছর তাদের পরিকল্পনা রয়েছে চারশো কোটি ডোজ টিকা সরবরাহ করার। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী বলেন, মানুষেকে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবার জন্য বিশ্ব জুড়ে একটা প্রতিযোগিতা চলছে, তবে ২০২২ সালে দেশগুলো যত প্রয়োজন তত ডোজ টিকা পাবে।

শেয়ারের দাম :

বিশ্বে স্বাস্থ্য বিষয়ক যেসব দাতব্য সংস্থা আছে, তারা বলছে যে ফাইজার, বায়োএনটেক এবং মডার্না এই মহামারির সময় যে পরিমাণ অর্থ বানিয়েছে তা অনৈতিক। এ বছর কোভিডের টিকা বিক্রি থেকে ফাইজার আয় করবে ৩৫ বিলিয়ন বা সাড়ে তিন হাজার কোটি ডলার। তাদের শেয়ারের দামও এখন আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। এরপরেও পৃথিবীর অনেক দেশে বেশিরভাগ মানুষ অন্তত কোভিডের এক ডোজ টিকা পেলেও আফ্রিকার অনেক দেশের মানুষ টিকা প্রায় পায়ইনি - এসব দেশে প্রতি বিশ জনে একজনেরও কম মানুষ টিকা পেয়েছে। মুনাফা লাভের প্রশ্নে কোনরকম দুঃখ প্রকাশ করেননি ড. বুর্লা। তিনি বলেছেন, 'মূল কথা হল, লাখো লাখো জীবন রক্ষা পেয়েছে।

ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব অর্থনীতিকে আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। আগামী মহামারি রুখতে উদ্ভাবনের কাজে এটা জোরালো অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে, এই মন্তব্য করেন তিনি।

মহামারিকে কাজে লাগিয়ে লাভ করার অভিযোগ তিনি নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, ধনী দেশগুলোর জন্য এই ব্যয় 'সস্তার খাবার কেনার খরচের সমান, তবে নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে টিকা বিক্রি করা হয়েছে কোন মুনাফা না রেখে। তিনি বলেন, ফাইজারের টিকা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মজুত রাখার বিষয়টা অনেক দেশের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, বিশেষ করে সেযব দেশে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ফাইজার এক মাস বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে নতুন ফর্মূলার টিকা বাজারে ছাড়বে, যা তিন মাস পর্যন্ত সাধারণ ফ্রিজে মজুত রাখা যাবে। বিশেষ করে আফ্রিকায় সাহারার দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য এটা 'বিরাট একটা পরিবর্তন আনবে। ফাইজার প্যাক্সলোভিড নামে মুখে খাবার একটি অ্যান্টিভাইরাল বড়িও বের করেছে, যার ব্যবহার হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যুর হার প্রায় ৯০শতাংশ কমায় বলে ট্রায়ালে দেখা গেছে। আমেরিকা কিছুদিনের মধ্যেই এই ওষুধ অনুমোদন করবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং ব্রিটিশ সরকার আড়াই লাখ রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ এই ট্যাবলেট কেনার জন্য চুক্তি করে ফেলেছে। ফাইজারের প্রধান বলেছেন তার প্রতিষ্ঠান পাঁচ বছরের কম বয়সীদের জন্য কোভিড টিকার ট্রায়াল চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, যেহেতু স্কুলের পরিবেশে কোভিড সংক্রমণ খুব বেশি ছড়াচ্ছে, তাই শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতে ঝুঁকির মুখে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে পাঁচ থেকে ১১ বছর বয়সীদের টিকা দেয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই তিনি মনে করেন। ফাইজার এবং মডার্না উদ্ভাবিত এমআরএনএ টিকার চাহিদা এখন অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকাকে ছাপিয়ে গেছে।

সঠিক পদক্ষেপ :

যারা এখনও টিকা নেননি, তাদের উদ্দেশ্যে জোরালো বার্তা দিয়েছেন ড. আলবার্ট বুর্লা। তিনি বলেন, 'যারা এখন ভয় পাচ্ছেন তাদের বলি, মানুষের মধ্যে যে আবেগটা বেশি জোরালো সেটা ভয় নয়, ভালবাসা।'

কাজেই আমি সবসময় যে যুক্তি দিই, সেটা হল - আবার আরেকটা টিকা নেব কিনা এ বিষয়ে একটা কথা ভেবে দেখুন। এটা শুধু আপনার স্বাস্থ্যের জন্যই জরুরি নয়, আপনার আশপাশে যারা আছে, বিশেষ করে যারা আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন, যাদের কাছাকাছি আপনি থাকতে চান, তাদের স্বাস্থ্যের জন্যও এটা জরুরি। কাজেই ভয় ভেঙে সঠিক পদক্ষেপ নিন।

ভুয়া খবর :

সম্প্রতি বেশ কিছু ভুয়া এবং উদ্ভট খবরের শিকার হয়েছেন ফাইজারের প্রধান নির্বাহী ড. আলবার্ট বুর্লা। এসব খবরের মধ্যে রয়েছে, জালিয়াতির দায়ে ড. বুর্লাকে গ্রেফতার করেছে আমেরিকার কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো বা এফবিআই এমন অভিযোগ।

রয়েছে ফাইজারের টিকার পার্শপ্রতিক্রিয়ায় তার স্ত্রী মারা গেছেন - এমন খবরও।

ড. বুর্লা বলেছেন দুটো খবরই ভুয়া। আমার গ্রেফতারের খবর শুনে আমি হেসেছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলার খবরে আমি খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েদের ফোন করে জানাতে চেয়েছিলাম খবরটা মিথ্যা। ছেলেকে ফোনে ধরতে পারিনি। কী উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে যে সময় কেটেছে!

না জেনেই ওজন বৃদ্ধি হওয়া আনতে পারে মারাত্মক বিপদ!

না জেনেই ওজন বৃদ্ধি হওয়া আনতে পারে মারাত্মক বিপদ! জানুন বিস্তারিত

শীতের দিন আসলেই ঠাণ্ডা ঠান্ডা আবহাওয়ায় যেনো খাওয়ার ধুম পড়ে যায়।

সেই সাথে পিঠা-পুলির উতসব নিয়ে বিশেষ আকর্ষণ থাকে শীতে। আর এসব কারণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ওজন। এমনিতে শীতের কারণে শরীরের কার্যকলাপ হ্রাস পায় সেই সাথে মেটাবিলজমও কমতে থাকে আর তৃতীয়ত শীত থেকে বাঁচতে মানুষ খাওয়া-দাওয়াও করে বেশি। আর এসব কারণে শীতে ওজন বাড়ে দ্রুত। যেসব খাবারের কারণে ওজন বাড়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক

মিষ্টি জাতীয় খাবার:

শীতের দিনে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। তিলের লাড্ডু, গোলাপ জামুন শীতের বিভিন্ন পিঠা এসব শীতকালে যেনো চলতেই থাকে। তবে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে আপনাকে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। তাই বলে যে একেবারে শীতের পিঠা খাবেন না বিষয়টি এমন না। মাঝেমধ্যে আপনার পছন্দের ডেসার্ট খেতেই পারেন তবে তা যেনো পরিমাণে খুব বেশি না হয়।

পরটা: শীতে গরম গরম পরটা খেতে কতই না ভালো লাগে। আর পরটা যদি ঘি বা বাটার দিয়ে ভাজা হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। চাইলে আলু বা অন্যান্য সবজি দিয়েও এ পরটা বানানো যায়। তবে স্বাস্থ্যকর পরটার বিষয় আসলে আপনাকে ঘি এর ব্যবহারের প্রতি অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। ফ্যাট যেমন শরীরকে উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে তেমনি বেশি মাত্রায় ফ্যাট গ্রহণ করলেও তা ওজন বাড়ায় দ্রুত।চাইলে ঘি দেওয়া পরটা খেতে পারেন তবে তা যেনো প্রতিদিন না হয়।তাই যতটা পারবেন তৈলাক্ত খাবার বর্জন করুন।

ম্যাসেজ ডিলেট করার সময়সীমা বাড়াতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ

ম্যাসেজিং অ্যাপ হিসেবে হোয়াটসঅ্যাপের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। এরপর জাকারবার্গের সংস্থা নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা করে চলেছে ফিচারগুলো সম্পর্কে। নতুন নতুন ফিচার এনে কিংবা চালু ফিচারগুলোকে বদলে সবসময় ব্যবহারকারীর কাছে হোয়াটসঅ্যাপকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলাই সংস্থার লক্ষ্য। এবার জানা গেল, খুব তাড়াতাড়ি ডিলেট ম্যাসেজ ফর এভরিওয়ান ফিচারটির সময়সীমা বাড়াতে চলেছে। তবে হয়তো সেই সময়সীমা বদলানোর ঘোষণা হতে পারে দ্রুতই। খবর সংবাদ প্রতিদিনের।

কোনও ম্যাসেজ পাঠালে তা সিন হওয়ার পরে মুছে দিতে চাইলে এখন সর্বোচ্চ সময় পাওয়া যায় এক ঘণ্টা আট মিনিট ১৬ সেকেন্ড। জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরেই এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে একেবারে এক সপ্তাহ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

ওয়াবইটালইনফো জানিয়েছে, পরবর্তী আপডেটে ম্যাসেজ মুছে ফেলার জন্য সাত দিন আট মিনিটকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ধরা হবে। অর্থাৎ আগের থেকে অনেক বেশি সময় পাবেন ইউজাররা। তবে এর আগে শোনা গিয়েছিল ম্যাসেজ ডিলেট করার ক্ষেত্রে কোনও বাঁধাধরা সময়সীমা রাখবে না হোয়াটসঅ্যাপ। সপ্তাহ, মাস, বছর পেরিয়েও পুরনো ম্যাসেজ ডিলেট করা যাবে। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন অপশন না রেখে বর্তমান সময়সীমাকে বাড়ানোর সিদ্ধান্তই নিতে চলেছে ফেসবুকের মালিকানাধীন এই সংস্থা। যদিও এখনও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি তারা। তবে এ ব্যাপারে দ্রুত ঘোষণা করতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ। কেবল এই একটি পরিবর্তনই নয়, আরও নতুন ফিচার আনা হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম ফরওয়ার্ড করা ভয়েস মেসেজের প্লেব্যাক স্পিড ফিচার। আইফোনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপের বিটা ভার্সনে এটি পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হলেও অ্যান্ড্রয়েডে এখনই তা আনা হচ্ছে না বলেই জানা যাচ্ছে।

বৃষ্টিভেজা শীতের সকাল শুরু হোক মাশরুমের সঙ্গে, রইল ৩ হেলদি ব্রেকফাস্ট

শীত, বৃষ্টি আর উইক এন্ড-এই তিন একসঙ্গে হলে যে আলস্য চরম পর্যায়ে পৌঁছয় এ নিয়ে কিন্তু কোনও দ্বিধা নেই। শীতকাল মানেই পার্টি আর হই হুল্লোড়ের মরশুম। সপ্তাহভর কাজের শেষে শনি আর রবি এই দুদিন বেশিরভাগই তাঁদের কাছের মানুষ কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে কাটান। এছাড়াএ রবিবার সব বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া বেশস জমাটি হয়।

লুচি-তরকারিতে দিন শুরু হয়ে শেষ হয়ে মাংস-ভাতে। এছাড়াও সারাদিন কেক, মিষ্টি, পায়েস এসব চলতেই থাকে। মধ্যরাত অবধি চলে আড্ডা। এই সব কিছুর মিলিত প্রভাব কিন্তু পড়ে আপনার স্বাস্থ্যের উপর। নিয়ম মেনে না খাএওয়া, সময়ে না খাওয়া এবং পরিমাণে বেশি খাওয়ায় অনেকেই হজম জনিত অসুবিধের মধ্যে পড়েন। রবিবার যে সকলেরই ছুটি থাকে এমনও নয়। ফলে যাঁদের এমন ছুটির দিনেও সাতসতকালে অফিসে আসতে হয় তাঁদের জন্য সময়ে ঘুম আর ব্রেকফাস্ট খুব জরুরি। আগের রাতে বেশি তেল-মশলাদার খাবার খাওয়া হলে পরদিন একটু হালকা খাওয়া দাওয়া ভাল।

আর তাই কিন্তু ব্রেকফাস্টে এড়িয়ে চলুন দুধ চা-কফি কিংবা ব্রেড টোস্ট। খাবেন না পরোটা কিংবা লুচিও। পরিবর্তে রাখুন মাশরুম। এতে লযেমন হজমেও সুবিধে হবে তেমনই শরীরের জন্যও উপকারী। স্যুপ, স্যালাড কিংবা রোস্ট করেও খেতে পারেন মাশরুম। মাশরমের মধ্যে ফ্যাট একেবারেই থাকে না। ফাইবারও থাকে বেশি পরিমাণে ফলে তা অনেকক্ষণ পেট ভর্তি রাখে। এছাড়াও মাশরমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রয়োজনীয় খনিজ। যা শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এছাড়াও ওজন কমাতে সাহায্য করে। শরীর হালকা রাখে। কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে তাদের জন্যও মাশরুম খুব ভাল।

দেখে নিন মাশরুমের তিনটি স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট রেসিপি

মাশরুম স্যুপ শীতের সকালে গরম স্যুপ যেমন খেতে ভাল লাগে তেমনই স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা উপকারী। ক্রিম আর দুধ দিয়ে বানিয়ে নিন মাশরুমের স্যুপ।

যা যা লাগছে মাশরুম- ১৫০ গ্রাম

রসুন কোয়া- ৮ টা ধনেপাতা কুচি দুধ- ১ কাপ পেঁয়াজ কুচি- ২ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো-১ চামচ কর্নফ্লাওয়ার-১/২ চামচ ফ্রেশ ক্রিম- ২ চামচ জল- ১/২ কাপ হার্বস- সামান্য যে ভাবে বানাবেন মাশরুম চার টকরো করে কেটে নিন। এবার তা গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার প্যানে বাটার দিয়ে মাশরুম, রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি সঁতে করে নিন। এবার ওর মধ্যে দুধ আর গোলমরিচের গুঁড়ো মেশান। সামান্য ফুটে উঠলে জলের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার গুলে মিশিয়ে দিন। স্বাদমতো নুন, ফেশ ক্রিম আর ধনেপাতা কুচি মিশিয়ে নিতে পারলেই তৈরি স্যুপ। প্রয়োজনে আরও কিছুটা দুধ দিতে পারেন।

একপিস ব্রেড কড়া করে টোস্ট করে নিয়ে খান মাশরুমের সঙ্গে।

কুইনোয়া আর মাশরুম সঁতে

কুইনোয়া- ২০০ গ্রাম মাশরুম- ২০০ গ্রাম আদদা কুচি-১ চামচ রসুন কুচি- ১ চামচ পেঁয়াজ স্লাইস- ২ বাটি মাখন স্বাদমতো নুন গোলমরিচের গুঁড়ো ব্রকোলি (যদি থাকে) যে ভাবে বানাবেন কুইনোয়া ৩০ মিনিট সামান্য গরম জলে ভিজিয়ে রাখুন। এবার তা প্রেসারে দিয়ে সিদ্ধ করে নিন ১৫ মিনিটের জন্য। ২ টো সিটি পড়লেই নামিয়ে দেবেন। এবার প্যানে অলিভ অয়েল কিংবা সামান্য মাখুন দিন। পেঁয়াজের স্লাইস, আদা-রসুন কুচি, মাশরুমের টুকরো, ব্রকোলি দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। ঢাকা দিয়ে রান্না করুন। পেঁয়াজ, মাশরুমে ব্রাউন রং ধরলে কুইনোয়া মিশিয়ে দিন। উপর থেকে গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে দিন। ইচ্ছে হলে সামান্য মোজেরেলা চিজ গ্রেট করে দিতে পারেন। মাশরুম ওমলেট মাশরুম- ২০০ গ্রাম স্বাদমতো নুন- ১ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো- ১ চামচ পেঁয়াজ কুচি ক্যাপসিকাম কুচি লঙ্কা কুচি টমেটো কুচি দুধ- ২ চামচ বাটার চিজ- ১ স্লাইস যে ভাবে বানাবেন মাশরুম ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে গরম জলে নুন আর হলুদ দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, লঙ্কা, টমেটো সব কুচি করে কেটে নিন। এবার ডিম ভেঙে ওর মধ্যে দুধ, নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে ঘেঁটে নিন। ননস্টিক প্যানে তেল দিয়ে ওর মধ্যে প্রথমে মাশরুম আর সামান্য নুন-গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে সঁতে করে নিন। এবার তা অন্য পাত্রে নামিয়ে রাখুন। আবার সামান্য তেল দিন প্যানে। এক টুকরো মাখনও দিন। সব ভাল করে মিশে গেলে ডিমের গোলা দিন। চিজ স্লাইস টুকরো করে দিন, মাশরম দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম, টমেটো কুচি, লঙ্কা কুচি দিন। খানিক্ষণ ঢাকা দিয়ে আবার উল্টে দিন। ব্যাস তৈরি ওমলেট।

অস্বাভাবিক ঘাড়ে ব্যাথা?

অস্বাভাবিক ঘাড়ে ব্যাথা! জেনেনিন একচুটকিতে উপশম

ব্যথার কারণে যখন পুরোপুরি ঘাড় ঘোরানো যায় না, তখন অনেক কাজেই ব্যাঘাত ঘটে। আর মনের ভুলে ঘুরিয়ে ফেললে তীক্ষ্ণ ব্যথা হয়।

ঘাড় ব্যথা কমানো বা নিরাময়ের উপায়- ঘাড় ব্যথা কিংবা ঘাড় পুরোপুরি ঘোরাতে না পারার সবচাইতে কার্যকর উপায় হলো আলতোভাবে ঘাড় টান টান করার চেষ্টা করা। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পুরো ঘাড়টা চারপাশে গোলাকারে ঘোরাতে হবে। তবে ব্যথা লাগলে থেমে যেতে হবে, জোর করা যাবে না।ঘাড় টান টান করার জন্য চোয়াল দিয়ে বুক স্পর্শ করার আবার মাথা পেছন দিকে যতদূর সম্ভব হেলিয়ে দিতে পারেন। ঘাড় একবারে আটকে গেলে হাত দিয়ে মাথা ধরে ধীরে ধীরে ঘোরানোর চেষ্টা করতে হবে।এই ব্যথা নিরাময়ের সবচাইতে কার্যকর উপায় হল ঘাড়ের শক্ত হওয়া পেশি টান টান করা। যদি ব্যায়ামের মাধ্যমে ঘাড় ব্যথা থেকে আরাম পেতে হয়, তবে শরীরের "পশচার" বা ভঙ্গী সঠিক করে এমন ব্যায়াম করতে হবে।

শুক্রবার আগরতলায় গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, আপ-এর দাবি পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত পঞ্জাব

চন্ডীগড়, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্জাবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল আম আদমি পার্টি (আপ)। শুক্রবার ২৭ জন প্রার্থীর নামের তালিকা প্রকাশ করেছে কেজরিওয়ালের দল। টুইট করে আপ জানিয়েছে, পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত পঞ্জাব! দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য আসনগুলির মধ্যে রয়েছে পাঠানকোট, গুরুদাসপুর, অমৃতসর উত্তর, অমৃতসর দক্ষিণ, লুধিয়ানা পূর্ব, ফরিদকোট, লুধিয়ানা উত্তর প্রভৃতি।

পাঠানকোট আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ভিধুতি শর্মাকে, গুরুদাসপুরে রমন বাঘেল, অমৃতসর উত্তরে কুনওয়ার বিজয় প্রতাপ, অমৃতসর দক্ষিণ আসনের আপ প্রার্থী হলেন ইন্দরবীর সিং নিজ্জার, লুধিয়ানা পূর্ব আসনের প্রার্থী করা হয়েছে দলজিৎ সিং গ্রেওয়ালকে, ফরিদকোটে গুরদিত সিং সেখন, লুধিয়ানা উত্তরে মদন লাল বাঙ্গা। সবমিলিয়ে মোট ২৭টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে শুক্রবার।

বাবা ভালো আছেন পরিবারে সঙ্গেই ক্রিসমাস কাটাবেন, জানালেন পেলের মেয়ে

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মাত্র দু'' মাসের ব্যবধানে ফের হাসপাতালে ভর্তি কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে। তবে দুশ্চিন্তা কাটিয়ে আগের চেয়ে অনেক ভাল আছেন কিংবদন্তি। এখন সুস্থই রয়েছেন তিনি। তাঁকে দু'' একদিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। ক্রিসমাসটা তিনি পরিবারের লোকজনের সঙ্গেই কাটাবেন। এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর মেয়ে কেলি নাসিমেন্টো।

বুধবার রাত থেকেই পেলেকে ঘিরে ফের দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ। মাত্র দু'' মাসের ব্যবধানে ফের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল পেলেকে। তবে এখন সুস্থই রয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলার। এবং ভয়ের কোনও কারণ নেই বলেই জানিয়েছেন পেলের মেয়ে কেলি। কেলি ইনস্টাগ্রামে বাবার সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'দু'তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ফিরেই বাবা ক্রিসমাস উপভোগ করবে। এ বার বাবার হাসাপাতালে ভর্তি হওয়ায় বিস্ময়কর কিছু নেই। এটা চিকিৎসার অঙ্গ এবং আগে থেকে সব ঠিক করা ছিল।'

পেলেও নিজের ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'আমার চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে ছোট্ট একটি কেমোথেরাপি সেশন করছি। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনে (হাসপাতালে) ২০২১ সালের শেষ সেশন করছি।' সাও পাওলোর হাসপাতাল থেকে পেলে আরও লিখেছেন, 'আমি এই প্রাপ্তিটাও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। আসলে প্রতিটা জয়ই উদযাপন করা উচিত। আমি এখানে কয়েক দিন থাকব। চিন্তা করবেন না, আমি ছুটি উপভোগ করার জন্য তৈরি!'

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে তাঁর টিউমার অস্ত্রোপচার হয় সাও পাওলোর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে। সেখানেই আবার তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। পেলের বয়স এখন ৮১। অস্ত্রোপচারের পরে বায়োপসিতে জানা গিয়েছিল, তাঁর টিউমার 'মেটাস্টেটিস'। তাই বাড়িতেই কেমোথেরাপি শুরু হয় কিংবদন্তি ব্রাজিলীয় তারকার। হাসপাতাল সূত্র থেকে বলা হয়েছে, সেই চিকিৎসাই চলছে এবং এই মুহূর্তে অবস্থা স্থিতিশীল।কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে ছেড়েও দেওয়া হবে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন উচ্চ আদালতের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : হাইকোর্টে পুরসভা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানি শেষ হল। সোমবার রায়দানের সম্ভবনা। পুরভোট মামলায় হাইকোর্টে সওয়াল জবাবে মামলাকারীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কমিশন। ''বাকি পুরসভার ভোট কবে জানাননি কেন?'', রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রশ্ন করে উচ্চ আদালত। কমিশনের আইনজীবীর প্রশ্ন, ""মামলাকারী ভোট স্থগিত করতে চান? নাকি দ্রুত নির্বাচন চান?এটা পরিস্কার করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, কত দফায়, কোন কোন পুরসভায় আর কোন কোন দিন ভোটগ্রহণ সম্ভব তা জানতে চায় আদালত। পুরসভার-পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য চাইল আদালত। নির্ঘণ্ট তৈরি হয়েছে কি না এই সওয়ালের কোনও সদুত্তর মেলেনি রাজ্য সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের তরফে। মামলাকারীর তরফে আবেদন একইদিনে ভোট ও ফলপ্রকাশ করতে হবে। তবে একদিনে ভোট করা নিয়ে সহমত নয় রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এমতবস্থায় সোমবার আদালত কী রায় দেন সেদিকেই তাকিয়ে সকলে। ভিভিপ্যাট-যুক্ত ইভিএমে রাজ্যের বকেয়া পুরভোট করাতে হবে। এমন দাবিও করেন মামলাকারী। তাতেই কমিশনের বক্তব্য, ''ত্রিপুরাতেও ভোট ভিভিপ্যাড ছাড়াই হয়েছিল। তাছাড়া ভিভিপ্যাড দিয়ে ভোট করাতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।''

নজরে দার্জিলিং, চলতি মাসেই শৈলশহর সফরে যাবেন মমতা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি থেকে প্রশাসনিক তৎপড়তা বাড়াতে জেলা সফরে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে উত্তরবঙ্গ জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী। চলতি মাসেই যাবেন দার্জিলিংয়ে।

তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর এর আগে উত্তরবঙ্গ সফর করলেও দার্জিলিংয়ে যাননি মুখ্যমন্ত্রী। সেই দিক থেকে এই সফর রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে সফরে গিয়েছিলেন মমতা। সে বার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি দুই দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদেও প্রশাসনিক বৈঠক সেরে গিয়েছেন তিনি। এবার নজর পাহাড়ে। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথমবার দার্জিলিং সফরে যাবেন মমতা। এদিকে, আজ নেপাল সফরে যাওয়ার কথা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নেপাল সফরে ছাড়পত্র দেয়নি বিদেশমন্ত্রক। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানানো হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের তরফে। নেপালের শাসকদল নেপালি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমোকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমোদন চাওয়া হলে তা না করে দেওয়া হয়।

সড়ক সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের

বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাঁকুড়ার কোতুলপুরের মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটি গ্রাম থেকে রামচক পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ন'কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল। গত পাঁচ বছর ধরে ওই এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এই অবস্থায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার প্রমিলা বাহিনীর নেতৃত্বে বালি বোঝাই লরি-ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখালেন হাটি গ্রামের মানুষ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, হাটি গ্রাম সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদীতে জে.সি.বি দিয়ে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। সরকারি আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে চলছে এই কাজ। তাদের কথায়, একদিকে নদীভাঙ্গনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, বালি বোঝাই ভারী ভারী লরি যাতায়াতের ফলে রাস্তার অবস্থা যথেষ্ট বেহাল। এমনকি নিত্য যানযট লেগেই থাকে। ফলে এই এলাকার মানুষ সহ ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের চরম সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি স্থানীয় পুলিশ থেকে প্রশাসনকেও জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। এই অবস্থায় দ্রুত রাস্তা সংস্কারে দাবি তে পথে বিক্ষোভ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একইসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা।

শনিবার সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার, ১১ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের বলরামপুরে সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্প উদ্বোধন হলে উপকৃত হবেন ৬ হাজার ২০০ গ্রামের প্রায় ২৯ লক্ষ কৃষক। পাশাপাশি ১৪ লক্ষ হেক্টরের বেশি সেচ জমিতে নিশ্চিত জল সরবরাহ প্রদান করবে। সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব উত্তর প্রদেশের ৯টি জেলা-বাহরাইচ, শ্রাবস্তী, বলরামপুর, গোন্ডা, সিদ্ধার্থনগর, বাস্তি, সন্তকবির নগর, গোরক্ষপুর এবং মহারাজগঞ্জ জেলা উপকৃত হবে।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার উত্তর প্রদেশের বলরামপুরে সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পটি ৯৮০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে বুগত ৪ বছরে ৪,৬০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছিল। সরযূ নাহার জাতীয় প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ব উত্তর প্রদেশের ৯টি জেলা-বাহরাইচ, শ্রাবস্তী, বলরামপুর, গোন্ডা, সিদ্ধার্থনগর, বাস্তি, সন্তকবির নগর, গোরক্ষপুর এবং মহারাজগঞ্জ জেলা উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে আরও জানানো হয়েছে, ওই অঞ্চলে জল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এই প্রকল্প ৫টি নদী- ঘাঘরা, সরযূ, রাপ্তি, বানগঙ্গা এবং রোহিণীর সঙ্গে যুক্ত। এই প্রকল্প উদ্বোধন হওয়ার পর উপকৃত হবেন ৬ হাজার ২০০ গ্রামের প্রায় ২৯ লক্ষ কৃষক।

৮-হাজারের ঊর্ধ্বে সংক্রমণ, ভারতে কোভিডে মৃত্যু আরও ৬২৪ জনের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনার প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না, ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। মৃত্যুর সংখ্যাও একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৫০৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬২৪ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৬৭৮ জন, ভারতে সুস্থতার হার এই মুহূর্তে ৯৮.৩৬ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯, ৪৯,৪৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২০১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮,৫০৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৭৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৯৭০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৩১,১৮,৮৭,২৫৭ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৪,৭৩৫ জন (১.৩৭ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যেই সুস্থতা খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৬৭৮ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪১,০৫,০৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৬ শতাংশ।

সৌজন্যের নজির

দুর্ঘটনায় আহত সায়ন্তিকাকে দেখতে ফুল হাতে বিজেপি বিধায়ক

বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দুর্ঘটনায় জখম তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রীশেখর দানা। খোঁজ নিলেন তাঁর শারীরিক অবস্থার। সার্কিট হাউসে গিয়ে সায়ন্তিকার সঙ্গে দেখা করেন নিলাদ্রীবাবু। তা নিয়ে কানাঘুষোও শুরু হয়েছে।

ছোট বোনের মতো বলেই রাজনৈতিক মতানৈক্য ভুলে সায়ন্তিকাকে দেখতে আসা, জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে সায়ন্তিকার মিছিল থেকে এই বিজেপি বিধায়কের বিররুদ্ধেই চোর স্লোগান তোলার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ অস্বীকার করেছিল তৃণমূল। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার সকালে। এদিন বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ফিরছিলেন তৃণমূল নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল ৬ টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ পশ্চিম বর্ধমানের রাজবাঁধ এলাকায় আচমকা পিছন দিক থেকে তাঁর গাড়িতে থাকা দেয় ১২ চাকার একটি লরি। ব্যাপক ক্ষতি হয় গাড়িটির। দুমড়ে যায় একাংশ। দুর্ঘটনায় তৃণমূল নেত্রী তথা অভিনেত্রীর হাতে চোট লাগে। চোট পান গাড়িতে থাকা আরও কয়েকজন।

দুর্ঘটনার পরই কলকাতা ফেরার সিদ্ধান্ত বদল করেন সায়ন্তিকা। তিনি জানান, আপাতত বাঁকুড়ায় থাকবেন। দুর্ঘটনার দিন সন্ধেয় বাঁকুড়া সার্কিট হাউস থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সায়ন্তিকা বিষয়টি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ''এই দুর্ঘটনা খুব স্বাভাবিক নয়। ওই লরিটি পুলিশের গাড়িকেও ধাক্কা মেরে পালাতে চাইছিল। এত সাহস কোনও গাড়িরই হয় না সাধারণত।'' অর্থাৎ বিজেপিকেই যে তিনি নিশানা করছেন, তা বলাই বাহুল্য। ঠিক তার পরের দিনই এবিষয়ে বিধায়ক জানান, দুর্ঘটনার সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। রাতে ফিরে খবর পেয়েছেন। তাই সকাল হতেই সায়ন্তিকার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ''রাজনৈতিক মত আলাদা হলেও ও আমার বোনের মতো। তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।''

জীবনতলায় অস্ত্র কারখানার হদিস উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার ১

জীবনতলা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশকর্মীরা বৃহস্পতিবার রাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অস্ত্র কারখানার হদিস পায়। জীবনতলা থানার দক্ষিন হোমরা গ্রামে শরৎ সর্দারের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল অস্ত্র ভান্ডার ও অস্ত্র তৈরির সামগ্রী। এই ঘটনায় তারক কর্মকার নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও অন্যতম অভিযুক্ত শরৎ পলাতক। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশকর্মীরা গোপন সূত্রে খবর পান যে ভাঙড় থানার অন্তর্গত গরানবেরিয়া পালপাড়া এলাকায় কামারের দোকানের আড়ালে অস্ত্র তৈরির কাজ চলছে। সেই খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই সেখানে হানা দিয়ে তারক কর্মকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেখান থেকে অস্ত্র তৈরির কিছু সামগ্রী আটক করে পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় তারককে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জীবনতলা থানার দক্ষিন হোমরা গ্রামের বাসিন্দা শরৎ সর্দারের খোঁজ পায় পুলিশ। রাতেই তারককে সাথে নিয়ে ওই গ্রামে হানা দেন পুলিশ কর্মীরা। সেখানে শরতের সন্ধান না পেলেও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় তাঁর বাড়ি থেকে। ছয়টি ফিনিসড ওয়ান শাটার, তিনটি লং ব্যারেল উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও আনফিনিসশড প্রচুর বন্দুক ও বন্দুক তৈরির যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি অবিবাহিত শরৎ। বাড়িতে একাই থাকতেন। সারাদিন তার ঘরের দরজা, জানালা প্রায় বন্ধই থাকতো। ঘরে ফার্নিচারের কাজ করছেন বলে টুকটাক আওয়াজ হতো কিন্তু তার আড়ালে যে এভাবে অস্ত্র তৈরির কারখানা চলছে তা কেউ গুনাক্ষরে টের পাননি। মাঝে মধ্যে এলাকায় চাষবাসের কাজ করতেন। সন্ধ্যায় গ্রামের চায়ের দোকানে তাসও খেলতেন। কিন্তু এসবের আড়ালে অস্ত্রের কারবার করতেন তা যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এলাকাবাসীর। গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। অন্যদিকে শরতের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও কে বা কারা জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদায় ললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ

সামসী, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মালদার সামসী রেললাইনের পাশ থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ। রেললাইনের পাশে নয়ানজুলিতে বছর ৪০-এর ওই ব্যক্তির দেহটি মিলেছে। শুক্রবার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

রেল পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত তিনটে নাগাদ আপ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের চালক সামসী আরপিএফ পোস্টে ফোন করে জানান যে, ট্রেন এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরেছে। খবর পেয়ে রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। রেললাইনের পাশে নয়ানজুলিতে দেহটি দেখতে পেয়ে খবর যায় রতুয়া থানার আইসির কাছে। আইসির নির্দেশে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ শুক্রবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। মৃতের পকেট থেকে বনগাঁও-ফিরোজাবাদের একটি ট্রেনের টিকিট এবং মাদকদ্রব্য মিলেছে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ট্রেন থেকে পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। তবে খুনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিশ। ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

ওয়ার্ডের উন্নয়নে মানুষের নির্দেশেই কাজ করতে চান ফৈয়াজ

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দাপুটে নেতা তথা দীর্ঘদিনের মন্ত্রী জাভেদ খানের ছেলে ফৈয়াজ খান। কলকাতা পুরসভার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে এবারও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নতুন প্রজন্মের নেতা ফৈয়াজ আহমেদ খান। গত পাঁচ বছরে ফৈয়াজ নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, করোনা টিকা প্রায় একশো শতাংশ সম্পন্ন, ছেলেবেলা থেকেই রাজনৈতিক পরিসরে বড় হয়ে ওঠা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মানুষের জন্য কাজ করার আলাদা উদ্যম এনেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে নিরিখে জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ফৈয়াজ। তবে কোনও আত্মতুষ্টি নয়, নির্বাচনের আগে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ওয়ার্ডের উন্নয়নের কথা তুলে ধরছেন তিনি। একই সঙ্গে শুনছেন তাঁদের অভাব-অভিযোগ। তাই নিজের ইচ্ছামতো নয়, মানুষের নির্দেশেই কাজ করতে চান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়বার দলের প্রতীকের তাঁকে প্রার্থী করার জন্য গর্বিত ফৈয়াজ। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফৈয়াজ বলেন, ''আমি নামেই প্রার্থী। কিন্তু মানুষ মমত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেই ভোট দেবেন। তাঁর উন্নয়ন, তাঁর সরকারি প্রকল্প দেখেই ভোট দেবেন।'' আলো, জল, রাস্তা, নিকাশি, কমিউনিটি হল থেকে সব কিছু সুবিধা এই ওয়ার্ডের মানুষ পান। আগামী দিনে মানুষের নতুন কী পরিকল্পনা, সেটা পুরবোর্ডের কাছে তুলে ধরাই হবে ফৈয়াজের মুখ্য কাজ গত পাঁচ বছরে ফৈয়াজ নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে জানান, তাঁর ওয়ার্ডে করোনা ভ্যাকসিন প্রায় একশো শতাংশ সম্পন্ন। এছাড়া পরিসংখ্যান বলছে, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী কিংবা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষায় কাজ হয়েছে।

নাজেহাল রাশিয়া, মৃত্যু ও সংক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে

মস্কো, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ ফের মারণ চেহারা নিয়েছে। মাসের পর মাস ধরে ক্রমাগত বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ। প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৭৬ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ১৭৬ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৮৭,১৮০ জনের।

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে কোভিডে আক্রান্তের সংখ্যা এই মুহূর্তে সর্বাধিক রাশিয়াতেই। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৮৭৩ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৯৫৬,৬৭৯ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,৬৭৩,৫১৮ জন।

৫৯টি দেশে নতুন প্রজাতির হদিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫। প্রত্যেকেরই ছিল মৃদু উপসর্গ। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল। যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল জানিয়েছেন, '২৪ নভেম্বর পর্যন্ত দু''টি দেশে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছিল। এই মুহূর্তে ৫৯টি দেশে ওমিক্রনের সন্ধান মিলেছে। এই ৫৯টি দেশে মোট ২,৯৩৬ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়াও ৭৮, ০৫৪ জন সম্ভাব্য সংক্রমণ চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ভারতে বর্তমানে করোনা-পরিস্থিতি কেমন তাও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লব আগরওয়াল। তিনি বলেছেন, গত সপ্তাহে দেশে সামগ্রিক পজিটিভিটি রেট ছিল ০.৭৩ শতাংশ। বিগত ১৪ দিনে দৈনিক সংক্রমণ ১০ হাজারের নীচে রয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কেরল এই দু''টি রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা শীর্ষে, কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৩ শতাংশের ঊর্ধ্বে এবং মহারাষ্ট্রে ১০ শতাংশের বেশি।

প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে প্রণাম দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে প্রণাম জানালেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, ''ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্মদিবসে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।' প্রসঙ্গত, প্রফুল্ল চাকী (ডিসেম্বর ১০, ১৮৮৮ - ২ মে, ১৯০৮) ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছিলেন। পূর্ববঙ্গে জন্ম নেওয়া এই বাঙালি বিপ্লবী তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং জীবন বিসর্জন করেন।

৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারে সন্দীপন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): আর কিছু দিন পরই পুরভোট। হাতে সময় কম, পুরভোটকে কেন্দ্র করে জোরকদমে বর্তমানে প্রচার চালাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। কলকাতা পুরভোটে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী সন্দীপন সাহা। শুক্রবার নিজের ওয়ার্ডে প্রচার সারলেন তিনি। বহু দিন ধরেই তৃণমূলের সৈনিক সন্দীপন সাহা। ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তিনি।এরপর সেই ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় এবার তিনি লড়বেন ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে। জেভিয়ার্সের প্রাক্তনী বিধায়ক পুত্র সন্দীপন সাহা ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই বেরিয়ে পড়েন প্রচারে। শুক্রবার নিজের ওয়ার্ডে প্রচারে সারেন তৃণমূল প্রার্থী।

আজ নয়াদিল্লির শাস্ত্রী ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহাশয়ার সাথে ওনার অফিস কক্ষে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক(সংগঠন) বি.এল. সন্তোষ জী''র সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে দ্বিতীয় দিনেও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে ত্রিপুরায়। এই রাজ্যের একটা বিশাল অংশে রাবার উৎপাদন হচ্ছে। সেই সাথে এখানকার উৎপাদিত রাবারের গুণগতমানও যথেষ্ট ভালো। রাবার শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ আসতে শুরু করেছে। যা আগামীতেও আসবে। রাজধানীর প্র'াভবনে আয়োজিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা- ইনভেস্টমেন্ট সামিট- ২০২১ এর দ্বিতীয় দিনে আজ এক আলোচনাচক্রে একথা বলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ডা. পি কে গোয়েল। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে এ ধরনের জাতীয়মানের বিনিয়োগ সম্মেলন রাজ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়।

দুদিনব্যাপী আয়োজিত এই বিনিয়োগ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্র'াভবনের ৩ নং হলে ত্রিপুরায় রাবার চাষের সম্ভাবনা নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ডা. পি কে গোয়েল বলেন, প্রাক'তিক সম্পদে সম্ভাবনাময় ত্রিপুরাতে বিনিয়োগের আশা নিয়ে অনেকেই আসছেন। রাবার থেকে টায়ার সহ বিভিন্ন শিল্প গড়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব বিনিয়োগকারীদের কাছে এই মুহর্তে অন্তত সাইকেল, রি'া, দু'চাকা বা তিন চাকার যানবাহনের জন্য টায়ার শিল্প স্থাপনের প্রয়াস নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এই রাজ্যে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোগপতিদের সব ধরনের সহায়তা করবে রাজ্য সরকার। বর্তমানে সড়ক এবং রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়েছে রাজ্য। এছাড়া প্রাক'তিক গ্যাসেও সমৃদ্ধ রয়েছে রাজ্য। তাই সবদিকেই রাজ্যে শিল্প স্থাপনে অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। রাবার ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের যথেষ্ট সহায়তা দিচ্ছে রাবার বোর্ড।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সাওয়ার ধানানিয়া বলেন, ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ধরনের প্রাক'তিক সম্পদ রয়েছে। রাবার উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাচ্ছে। আগামীদিনে রাবারকে ঘিরে এখানে আরও উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। রাবার শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারও বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছে। আগামী দিনগুলিতে রাবার উৎপাদনে রাবার চাষীদের কি কি সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলি দূর করে আরও অধিক মাত্রায় রাবার উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন অটোমেটিভ টায়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বা আতমার ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব বুদ্ধরাজা। তিনি ত্রিপুরাকে ভিত্তি করে টায়ার শিল্পে বিপুল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশি হওয়ায় এই অ'লে টায়ার শিল্পের সম্ভাবনার দিকটি তুলে ধরেন তিনি। এছাড়া সারা দেশে রাবারকে ভিত্তি করে টায়ার শিল্পের মাধ্যমে দেশ বিদেশে ব্যবসায়িক সম্ভাবনার দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন টিআরপিসি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রসাদ রাও, আইসিসির অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর বি মুখার্জি, টিএফডিপিসি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রামেশ্বর দাস, রাবার বোর্ডের অ্যাসিস্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফিসার অরুণাভ মজমদার, সিজন রাবার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সুরজ দাশগুপ্ত, পালাপপিল্লি টেকনো রাবার ইউনিট হেড যোশী যোসেফ, মনিমালায়ার রাবার্সের ম্যানেজার নিশা ভার্মা সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোগী প্রতিনিধিগণ। গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনাচক্রে রাবার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন উপস্থিত প্রতিনিধিগণও।

ইনভেস্টমেন্ট সামিট- ২০২১-র দ্বিতীয় দিনে প্র'াভবনের ৩ নং হলে ত্রিপুরায় তথ্য প্রযুক্তি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে নিয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা ড. নরেশ বাবু এন, টিআইটি-র অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. বিজয় কুমার উপাধ্যায়, এসটিপিআই-র যুগ্ম অধিকর্তা শিবেন্দ্র দেববর্মা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব পুনীত আগরওয়াল, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিরা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইটি ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগের জন্য যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা তুলে ধরেন। আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় প্রাধান্য পায় তা হলো ত্রিপুরায় তথ্য প্রযুক্তি ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, এসটিপিআই-র বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা, সরকারের নতুন নতুন নীতিগত উদ্যোগ, স্টার্ট আপগুলির জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, টেকনিক্যাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে সম্ভাবনা ইত্যাদি। তাছাড়া সরকারি কর্ত'পক্ষ ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী সমিতির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা দপ্তর এর তিন তালায় আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়।আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির কার্যালয় সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক আলোচনা চক্রে আয়োজন করা হয়। আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নারী নেত্রীরা অভিযোগ করেন দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৪ বছর পরও দেশের নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন না। স্বাধীন দেশের নারীরা এখনো পরাধীন। এখনো পর্যন্ত মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করানো যায়নি। রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করানো হলেও এখনো পর্যন্ত লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করা সম্ভব হয়নি। নারী নেত্রীরা বলেন লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস না হলে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে স্বাক্ষর করতে পারবেন না। পরিকল্পিত ভাবেই মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করানো হচ্ছে না বলেও বাম নারীনেত্রীরা অভিযোগ করেছেন। দেশের সরকার নারীদের স্বার্থ রক্ষায় সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন থাকলেও কমিশনকে সঠিকভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। নারী নেত্রীরা আক্ষেপ করে বলেন আমাদের দেশে এখনো লাভ জিহাদের নামে তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীকে হত্যা করা হচ্ছে। নারীনেত্রীরা আরো অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের দমন পিরন নীতির বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদেরকে দেশদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আমাদের দেশে এবং রাজ্যে কর্মক্ষেত্র নারীরা সুরক্ষিত নন বলে নারী দিবসের আলোচনা চক্রে অভিমত ব্যক্ত করেছেন নারীনেত্রীরা। নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেশের সরকারকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করানোর জন্য সম্প্রতি রাজনৈতিক দলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নারী সমিতির তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে পাহাড়ে ধস, আঠারমুড়ায় যান চলাচল বিঘ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। গত ক''দনে বৃষ্টিতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে রাস্তার পাশের মাটির ভেঙ্গে পরে রাস্তায় কাদা তৈরি হয় যান চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। শুক্রবার সকাল থেকে ৮ নং জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আঠারোমুড়ার চামলছড়া এলাকায় দুটির লরি আটকে পড়ে। তাতে গাড়ি চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। আমবাসা থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি লরি। অপরদিকে আগরতলা থেকে আমববাসার উদ্দেশ্যে আসছিল অপর একটি লরি। দুটির দুটি লরি চামলছড়া এলাকায় কাদায় ফেঁসে যায়। তাতে যান চলাচল জাতীয় সড়কের স্তব্ধ হয়ে পড়ে। জানা যায়, গত তিন দিন যাবত আটকে রয়েছে বহু গাড়ি। বহি রাজ্যের লরি চালকরা জানায় বৃষ্টির কারণে গাড়ির চাকা ফেঁসে যাচ্ছে। বৃষ্টির ফলে কাদা জমে জাতীয় সড়ক যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত সংস্থা এন এস সি এর কর্মীরা চেষ্টা চালাচ্ছে গাড়ি গুলিকে সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার জন্য।

সমাজের প্রত্যেকের কাছে স্বাস্থ্য সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার ঃ সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। সেবা ধর্ম হচ্ছে প্রক'ত মানব ধর্ম। এই লক্ষ্যে সমাজের প্রত্যেককে যাতে স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। আজ মহেশখলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করে এই কথা বলেন সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। মহেশখলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মাঠে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় মন্ত্রী শ্রীপাল নবনির্মিত মহেশখলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, মার্কেটস্টল, দশমীঘাটের উদ্বোধন এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে ২৪টি সেলাই মেশিন বিতরণ করেন। সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সহ নানা উন্নয়ন কাজের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, যুবক যুবতীদের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে আগ্রহী সরকার। তাই বেকারদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য নানা ধরণের কাজ রূপায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ডুকলি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা, স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. চিন্ময় দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহেশখলা প'ায়েতের প্রধান স্বপন দাস। উল্লেখ্য, মহেশখলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন তৈরীতে বিএডিপি থেকে ব্যয় হয়েছে ১৪, ৯৫,৯৭৯ টাকা। ২৪টি সেলাই মেশিন প্রদানে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং দশমীঘাট তৈরীতে ব্যয় হয়েছে ৩,৮০,৯৫২ টাকা।

বাইখোরা বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে প্রশাসনের আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ ডিসেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের উদ্দ্যোগে বাইখোড়া বাজারে অনুষ্ঠীতহয় এক আলোচনাসভা। শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের দায়িত্বে অভেদানন্দ বৈদ্য আসারপর শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পেকাজ শুরুকরেছেন। বিগতদিনে মহকুমাশাসককের দায়িত্বে অর্ঘ্য সাহা থাকাকালীন সমস্ত মহকুমাজুরে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টিহয়েছিলো। অর্ঘ্য সাহা থাকাকালীন লোকজন উনাদের অসুবিধার কথা মহকুমাশাসককের কাছে জানাতেপারতোনা। বর্তমানে অভেদানন্দ বৈদ্য মহকুমা শাসকের দায়িত্বপাওয়ার পর ছুটে যাচ্ছে লোকজনের কাছে। মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য সকল লোকজনের অসুবিধার কথাশুনে সমাধানের প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছেন। এরইমধ্যে শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমারঅন্তর্গত বাইখোড়া বাজারের উন্নয়নে ও বাজারের ব্যাবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত, ডিস্ট্রিক ট্রান্সফোর্ট অফিসার রূপন দাস, মহকুমার বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক প্রনব মজুমদার, পূর্ত দপ্তরের কর্মী, জলদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেনিয়ে বাইখোড়া বাজারের ব্যাবসায়ীদের সঙ্গেনিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠীতকরাহয়। এই আলোচনাসভার মাধ্যমে বাজারের বিভিন্ন সমস্যারকথা এবং সমস্যাগুলি কিভাবে সমাধানকরাযায় তানিয়ে আলোচনাকরাহয়। আলোচনাশেষে মহকুমাশাসক বাইখোঁড়াবাজারের সবকয়টিজায়গা পরিদর্শনকরেন। বাজারকে যানযনজট মুক্তরাখতে গাড়ীপার্কিংএর জায়গা নির্ধারনকরেদেওয়াহয়। তারপাশাপাশি যেসকল ব্যাবসায়ী নিজেদের দোকানের সামনে ছাউনিদিয়ে অবৈধভাবে জায়গাদখলকরে রাখছে তাদেরকে ছাউনি উঠিয়েনিতে পরামর্শদেওয়াহয়। আলোচনা ও বাজার পরিদর্শনশেষে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে আজকেরদিনের কর্মসূচির কথাজানালেন মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। মহকুমাশাসকে এইভাবে কাছেপেয়ে আশার আলোদেখছে বাইখোড়ার ব্যাবসায়ীরা।

চড়িলামে যুব মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ডিসেম্বর।। শুক্রবার বিকেল তিনটায় চড়িলাম লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই যুব সম্মেলনে চড়িলাম মন্ডলের ৪৪ টি বুথ থেকে যুব মোর্চার কার্য কর্তারা অংশ নেন। চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক, এছাড়া ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, ছিলেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজ কুমার দেবনাথ, সিপাহীজলা জেলা যুব মোর্চার উত্তরের সভাপতি দীপ্তনু দাস, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা, চড়িলাম মন্ডলের প্রভারী সৈকত সাহা , চড়িলাম মণ্ডলের যুব মোর্চার যুব সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করেন চড়িলাম মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা, বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ যুব মোচার সভাপতি নবাদল বণিক, সিপাহীজলা জেলার যুব মোর্চার সভাপতি দীপ্তনু দাস সহ নেতৃত্বরা প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চা যুব সম্মেলনে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা হাতে স্মারক তুলে দেন যুব মোর্চা চড়িলাম মণ্ডল এর সাধারণ সম্পাদক বাপ্পা দেবনাথ, এছাড়া প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বনিকের হাতে যুব মোর্চা চড়িলাম মন্ডল এর পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি গোপাল শর্মা। যুব সম্মেলনে চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চার যুবকরা উপস্থিত ছিল লক্ষ্যনীয়। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে চড়িলাম মন্ডল যুব মোর্চা যুব সম্মেলন করে নিলেন। যুব সম্মেলনে আলোচনা করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেব বর্মন, আলোচনা করেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক, সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

মৃদু ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মৈলাক গ্রামের একটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। গত ২৬ নভেম্বরের মৃদু ভূমিকম্পে অমরপুরের মৈলাক গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন দেবনাথ এর বসতঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অসহায় পরিবারকে ঘর মেরামতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানের দাবি উঠেছে। ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত অমরপুরের মৈলাক গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন দেবনাথের বসত ঘর। এই বিষয়ে স্বপন দেবনাথের স্ত্রী কলাবতী দেবনাথ জানান গত ২৬ নভেম্বরের ভূমিকম্পে উনার মাটির ঘরটির দুই দিকে ফাটল দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বেহাল এই ঘরটির মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আতঙ্কে রাত্রি যাপন করতে হচ্ছে। কলাবতী দেবনাথ আরও জানান , তাদের ৬ জনের পরিবার। উনার স্বামী দিন মজুরির কাজ করেন। একমাত্র স্বামীর রোজগারের উপর নির্ভর করে একদিকে যেমন ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পড়াশোনার খরচ বহন করতে হচ্ছে,অন্যদিকে পরিবারের ভরণ পোষণেরও খরচ বহন করতে হয়। এমতাবস্থায় অতিকষ্টে তাদের দিন যাপন করতে হচ্ছে। তিনি জানান, উনার ঘরের বেহাল অবস্থার কথা পাড়া-প্রতিবেশীদের জানিয়েছেন। কলাবতী আক্ষেপের সুরে বলেন এর আগেও বহুবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। কিন্তু কোন বারই তার কপালে জুটেনি সাহায্য-সহযোগিতা। বর্তমান বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানান ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের লোকজনরা।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর উপরের শ্রেণীতে ছাত্র বা ছাত্রী ভর্তি হতে গেলে িনিং টেস্ট দিতে হবে। স্কুলগুলিতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে বিদেশি ভাষা নিয়ে পড়ার সংস্থান রাখা থাকবে। জনজাতিদের ভাষায় পড়ার বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে। তিনি জানান, স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ হবে সিবিএসই নিয়ম অনুসারে। শিক্ষক এবং কর্মী নিয়োগ করা হবে যথাযথ টি আর বি টি এবং জে আর বি টি-র মাধ্যমে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের মোট ১০০টি সরকারি বিদ্যালয়কে সিবিএসই-তে রূপান্তরিত করার জন্য অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এই ১০০টি স্কুলের মধ্যে পশ্চিম জেলার মধ্যে রয়েছে ২৩টি, ঊনকোটিতে রয়েছে ১০টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১১টি, সিপাহীজলায় ১১টি, উত্তর ত্রিপুরায় ১২টি, খোয়াই জেলায় ১১টি, গোমতী জেলায় ১১টি এবং ধলাই জেলায় রয়েছে ১১টি। তিনি জানান, এই স্কুলগুলি পরিচালনার জন্য যে ১৪০০টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে ১৩৫টি বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে ইংরেজী মাধ্যমে রূপান্তর করা হয়েছে। আগে যা ছিল মাত্র ১২৭টি। তিনি আরও জানান, রাজ্যের বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের চিত্র পরিলক্ষিত হয় পিজিআই ইনডে'র মাধ্যমে। পিজিআই ইনডে' ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা গ্রেড ফাইভে ছিল সেখানে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে গ্রেড ফাইভ থেকে উন্নীত হয়ে গ্রেড ওয়ানে চলে এসেছে। যা পূর্বোত্তর রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতিফলন। এছাড়াও এখন পর্যন্ত রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে ৩০টি রিফর্মস আনা হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প হচ্ছে অন্যতম। তিনি জানান, রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ড্রপ আউটের হার ছিল ৪.১২ শতাংশ। বর্তমান সরকারের সময় ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে তা নেমে ২ শতাংশ হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ তে ড্রপ আউট ছিল ৫.২৫ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে নেমে হয়েছে ৩.৫২ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ তে ছিল ৯৫.৮৮ শতাংশ যা ২০১৯-২০ তে বেড়ে হয়েছে ৯৮ শতাংশ। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্ত্তির ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ছিল ৯৫.৭৪ শতাংশ যা ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে বেড়ে হয়েছে ৯৮.৪৮ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন এবং যুগ্ম অধিকর্তা কেশব কর।

গ্রাহকরা

● প্রথম পাতার পর

কিংবা তারও অধিক সময় ধরে কাজ করাচ্ছে সাই কম্পিউটার সংস্থা। স্থানীয় স্টাফদের মধ্যে কয়েকজনের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ।

স্টাফরা একত্রিত হয়ে গত নভেম্বর মাসেও উত্তর প্রদেশ থেকে আসা সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের অফিসের ভিতরে আটকে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলো। তাতেও স্থানীয় স্টাফদের ভাগ্যের চাকা ঘুরেনি। উল্টো বিক্ষোভ প্রদর্শন করার জন্য সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা রাজীব সিনহা, বিক্রম দাস, পিনাক মালাকার ও রমেন দাস নামে চারজন স্থানীয় স্টাফদের কোনো কারন না দেখিয়ে সাসপেন্ড করে দিয়েছে নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। অথচ, গত আট ডিসেম্বর সাই কম্পিউটার সংস্থার ভুল নীতির জন্য কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায় রাস্তা অবরোধ চলাকালে সাধারণ মানুষের হাতে প্রকাশ্যেই মার খেয়েছিলেন সাই কম্পিউটার সংস্থার এক লাইন ম্যান এবং এক ইঞ্জিনিয়ার। শুধু তাই নয়, সংগে প্রশাসনের এক ডি.সি.এম এবং শাসক দলের এক নেতাও মার খেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের হাতে। এত কিছুর পরও সাই কম্পিউটার সংস্থার সম্বিত ফেরেনি।

স্থানীয় স্টাফদের কেন বিনা কারণে সাসপেন্ড করা হলো এবং চলতি মাসে এখনও অব্দি স্থানীয় স্টাফদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে না এইসব ব্যাপারে স্থানীয় স্টাফরা দশ ডিসেম্বর শুক্রবার দুপুরে কৈলাসহর শহরে অবস্থিত সাই কম্পিউটার সংস্থার অফিসে গিয়ে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করতেই স্টাফদের অফিসের ভিতর থেকে ঘার ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে অফিস তালাবন্ধী করে দেয় সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। সংস্থার এহেন ব্যবহারে স্টাফরা উত্তেজিত হয়ে গিয়ে রাজীব সিনহা নামে স্থানীয় এক স্টাফ অফিসের সামনেই প্রকাশ্যেই চিৎকার দিয়ে কাঁদতে থাকে এবং সুইসাইড করার জন্য উদ্যত হয়। এই দৃশ্য দেখে পথচলতি মানুষ এগিয়ে এসে স্থানীয় স্টাফকে রক্ষা করে।

এসব ব্যাপারে কৈলাসহর শহরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশ থেকে আসা সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করলে উনারা কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হয়নি। সাই কম্পিউটার সংস্থা কর্তৃক গোটা কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিসেবা নিয়ে এবং সাই কম্পিউটার সংস্থার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের খারাপ অভব্য আচরণের জন্য যেকোনো দিন যেকোনো মুহুর্তে কৈলাসহরে বড় ধরনের ঘটনা এমনকি প্রান হানীকর ঘটনাও ঘটে যেতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

বিলীন

● প্রথম পাতার পর

উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী- সহ বিশিষ্টজনেরা। মা-বাবাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দুই মেয়ে কৃতিকা এবং তারিনী। মায়ের কোলে চেপে 'দাদু' রাওয়াতের মতদেহে ফুল দেয় ছোট্ট নাতিও।

এরপর তাঁর বাসভবন থেকে ব্রার স্কোয়্যারের উদ্দেশে বের হয় শোভাযাত্রা। রাস্তায় স্লোগান ওঠে 'যব তক সুরজ চাঁদ রহেগা, বিপিন জি কা নাম রহেগা।'তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছিল। এদিন শেষকৃত্য সম্পন্ন করার আগে ১৭টি গান স্যালুটের মধ্য দিয়ে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে। শেষ শ্রদ্ধায় শামিল ছিলেন ৮০০ সেনা।

এর আগে এদিন সকালে রাওয়াতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার লখবিন্দর সিং লিড্ডার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষবিদায় নেন। আর শুক্রবার বিকেলে চিরতরে প্রস্থান ঘটল দেশের বীর সন্তানের। তাঁর অকাল প্রয়াণে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যস্থান তৈরি হল।প্রসঙ্গত, গত বুধবার তামিলনাড়ুর কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত, তাঁর স্ত্রী-সহ মোট ১৩ জনের। দুর্ঘটনায় বর্তমানে জীবীত মাত্র একজন, বরুণ সিং। আপাতত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি।

মৌ স্বাক্ষর

● প্রথম পাতার পর

জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ আগত সকল ব্যবসায়ীগণ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সব সময় আন্তরিক। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগামীদিনে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. সাওয়ার ধানানিয়া, অ্যাডিশনাল পিসিসিএফ পি আগরওয়াল, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল এবং অধিকর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ।। পুরো ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে স্কুল ছাত্রের বাবা জানান। তবে পুরো ঘটনায় স্কুল ছাত্রের বাবা বীরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, দেশে ১৩৬টি বিমান বন্দর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় রয়েছে। তার মধ্যে ৭টি বিমান বন্দর বেসরকারী সংস্থার সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি আরও ৬টি বিমান বন্দর পিপিপি মডেলে ৫০ বছরের জন্য পরিচালনা এবং উন্নয়নে চুক্তি হয়েছে। তাতে রয়েছে, আহমেদাবাদ, জয়পুর, লখনউ, গুয়াহাটি, থিরুভানন্থপুরম এবং ম্যাঙ্গালুরু বিমান বন্দর।

ক্রীড়া

অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে তৃতীয় দিনে ৪২৫ রানে অল আউট অস্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২২০ রান

গাব্বা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪২৫ রানে অল আউট অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালেই অস্ট্রেলিয়ার বাকি তিন উইকেট তুলে নেয় ইংল্যান্ড। এ দিন স্কোরবোর্ডে মাত্র ৮২ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়া। তার মধ্যে শুক্রবার সকালে ৪০ রান করেছেন ট্রেভিস হেড একাই। সব মিলিয়ে ৪২৫ রানে অল আউট হয়ে যায় অজিরা। প্রথম ইনিংসে ২৭৮ রানের লিড নেয় প্যাট কামিন্সের টিম। এদিকে প্রথম ইনিংসে ১৪৭ রানের পর তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২২০ রান।

অস্ট্রেলিয়ার গাব্বায় চলতি সেজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ছিল ৭ উইকেটে ৩৪৩ রান। ৯৫ বলে ১১২ রান করে ক্রিজে ছিলেন ট্রেভিস হেড। এবং মিচেল স্টার্ক ১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এ দিন সকালে মিচেল স্টার্ক এবং ট্রেভিস হেড অষ্টম উইকেটে যেটুকু রান যোগ করার করেছেন।৩৫ রান করে স্টার্ক আউট হওয়ার পরেই বাকি দুই উইকেটও খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। তবে ট্রেভিস হেডের ১৪৮ বলে ১৫২ রানের দুরন্ত ইনিংসটা এ দিন সকালে অজিদের প্রাপ্তি। ওডিআই খেলার স্টাইলেই টেস্টের এই ইনিংস খেলেন ট্রেভিস হেড। তাঁর ইনিংসে ১৪টি চার এবং ৪টি ছয় রয়েছে।

টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিলেন জো রুট। প্রথম দিনই মাত্র ১৪৭ রানে ইংল্যান্ডকে অল আউট করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলে ১০ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারিয়ে বসে থাকে তারা। তবে সেই সময়ে দলের হাল ধরেন ডেভিড ওয়ার্নার এবং মার্নাস ল্যাবুশান। দ্বিতীয় উইকেটে তারা ১৫৬ রান যোগ করে। ৭৪ করে আউট হন ল্যাবুশান। ডেভিড ওয়ার্নার আবার মাত্র ৬ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন। ৯৪ রান করে আউট হন ওয়ার্নার। তবে ট্রেভিড হেডের ১৫২ রানের সৌজন্যে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে ৪২৫ রান করে।

অলি রবিনসন এবং মার্ক উড ৩ উইকেট করে নেন। ২ উইকেট ক্রিস ওকসের। জ্যাক লিচ এবং জো রুট ১ উইকেট করে নিয়েছেন।

এর পর নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামলে ফের শুরুতেই জোড়া ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড। দলের মাত্র ৬১ রানের মাথায় দুই ওপেনার হাসিব হামিদ এবং রোরি বার্নসের উইকেট হারিয়ে বসে থাকে তারা। এর পর দলের হাল ধরেন দাওয়িদ মালান এবং জো রুট। মালান ৮০ এবং রুট ৮৬ করে অপরাজিত রয়েছেন। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২২০ রান।

কেরল ম্যাচে ফেরানো হতে পারে অভিজ্ঞ অরিন্দমকে

ডার্বিতে এটিকে-মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তিন গোল খাওয়ার পরে হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। তার পর থেকে আর খেলার সুযোগ পাননি এসসি ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক অরিন্দম ভট্টাচার্য।আগামী রবিবার কেরল ব্লাস্টার্স এফসির বিরুদ্ধে ক্রমশ তাঁর দলে ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।কেন অরিন্দমকে ফেরানোর কথা ভাবছেন কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস? আগের ম্যাচেই এফসি গোয়া ৪-৩ গোলে চূর্ণ করে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ব্যর্থতার জন্য ডিফেন্ডাররা তো দায়ীই, গোলরক্ষক শুভম সেনও বেশ কিছু ভুল করেছিলেন। লাল-হলুদ গোলরক্ষকের উচ্চতা কম। এর ফলে সেট-পিস ও দুই প্রান্ত থেকে উড়ে আসা বল ধরার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন তিনি। কেরলের খেলার কৌশল হল প্রান্ত দিয়ে উঠে বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে বল ভাসিয়ে দেওয়া।লাল-হলুদ টিম ম্যানেজমেন্টের আধিকাংশের মতে, এই ম্যাচে অরিন্দমকে খেলানো উচিত। কারণ, গত মরসুমে আইএসএলে সোনার গ্লাভস-জয়ী গোলরক্ষকের উচ্চতা প্রায় ছয় ফিট দুই ইঞ্চি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বাড়তি পরিশ্রম করছেন তিনি। শুধু দলের সঙ্গেই নয়, নিজেও আলাদা ভাবে অনুশীলন করছেন অরিন্দম। বৃহস্পতিবার ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলেন লাল-হলুদ কোচ। কিন্তু অরিন্দম বিশ্রাম নেননি। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, টিম হোটেলের জিমে দীর্ঘক্ষণ ট্রেনিং করেছেন তিনি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শুক্র ও শনিবারের অনুশীলনে অরিন্দমকে ভাল করে দেখতে চান লাল-হলুদের স্পেনীয় কোচ।চলতি আইএসএলে এসসি ইস্টবেঙ্গলের সব চেয়ে দুর্বল জায়গা রক্ষণ। সেই সমস্যা কী ভাবে দূর করবেন ম্যানুয়েল? লাল-হলুদ অন্দরমহলে ক্রমশ কোচকে নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছে।

গাব্বার গ্যালারিতে বিয়ের প্রস্তাব ব্রিটিশ সমর্থকের

গাব্বা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার গ্যালারিতে সকলের সামনেই অস্ট্রেলিয়ার বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন ব্রিটিশ সমর্থক। সেই ব্রিটিশ সমর্থের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান তাঁর অজি বান্ধবী। তাঁদের দু''জনের আবেগকে ভিডিও বন্দী করেছেন কেউ। আর সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতেই, তা নিমেষে ভাইরাল। জানা গিয়েছেন ব্রিটিশ সমর্থকের নাম রব। এবং তাঁর অজি বান্ধবীর নাম নাট।

সেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ড্রিংক্স ব্রেকে অস্ট্রেলিয়ার সেই মহিলা সমর্থক নাট তখন নিজের পানীয় উপভোগ করছিলেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার জার্সি পরেই মাঠে এসেছিলেন। উল্টোদিকে তাঁর ব্রিটিশ বয়ফ্রেন্ড রব আবার ইংল্যান্ডের জার্সি পরে এসেছিলেন। বান্ধবীকে কিছুটা চমকে দিয়েই আংটি হাতে হাঁটু মুড়ে বসে বিয়ের প্রস্তাব দেন রব। দ্বিতীয় বার না ভেবেই রাজি হয়ে যান তাঁর বান্ধবী। এর পরেই দু''জনেই উচ্ছ্বাসে ভেসে যান। জড়িয়ে ধরেন একে অপরকে। দু''জনে কিছুটা ধাতস্থ হলে গ্যালারিতে দাঁড়িয়েই বান্ধবীর আঙুলে আংটি পরিয়ে দেন ইংল্যান্ডের সমর্থক।

রণকৌশল ও দলে বদল আনার ইঙ্গিত হাবাসের

প্রায় আকাশ থেকে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে তাঁর তারকাখচিত দল। এ বারের আইএসএল শুরুর আগে হুগো বুমোস, রয় কৃষ্ণ সমৃদ্ধ এটিকে-মোহনবাগানকে লিগের অন্যতম সেরা দল ধরা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ দুই ম্যাচে হারার পরে প্রায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের প্রশিক্ষণাধীন দলের। এই অবস্থায় শনিবার ফতোরদার মাঠে চেন্নাইয়িন এফসি-র মুখোমুখি হতে চলেছেন রয় কৃষ্ণেরা।চার ম্যাচে এটিকে-মোহনবাগানের পয়েন্ট ৬। সেখানে তিন ম্যাচের পরে চেন্নাইয়িন এফসি-র পয়েন্ট ৭।এই অবস্থায় বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনে হাবাস ফুটবলারদের বলে দিয়েছেন, কোনও ভাবেই হারের হ্যাটট্রিক দেখতে চান না তিনি। কারণ, চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে হারলে লিগ তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়তে হবে। তখন কঠিন হয়ে যাবে প্রথম চারে থাকা। সে কারণেই এ দিন অনুশীলনের পরে মাঠেই কৃষ্ণ, বুমোসদের একপ্রস্ত ক্লাস নিয়েছেন হাবাস। সেখানেই দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের হাবাস বলে দিয়েছেন, কোনও অজুহাত শুনতে চান না। শুরুতেই গোল চাই তাঁর।জানা গিয়েছে, জনি কাউকো, মনবীর সিংহদের এটিকে-মোহনবাগান কোচ বলেন, গোল হলে কোনও রেফারিই গোল বাতিল করবেন না। যদিও কোনও কারণে সেই গোল বাতিলও হয়, তা হলে পরবর্তী গোলের জন্য চেষ্টা করতে হবে। চেন্নাই ম্যাচে দলের রণনীতি এবং ছকও পরিবর্তন করতে পারেন হাবাস। এ দিন স্পেনীয় ডিফেন্ডার তিরি পুরোদমেই অনুশীলন করেছেন দলের সঙ্গে। যার ফলে রক্ষণে খেলোয়াড় বদলের সম্ভাবনা থাকছে। তবে শেষ সিদ্ধান্ত হাবাস নেবেন শুক্রবার চূড়ান্ত অনুশীলনের পরেই।

আমরা কখনও জিতিনি, জয় পেতে দলের শৃঙ্খলা মানতে হবে : গৌতম দেব

শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : ''আমাদের দল বড় দল। তাই টিকিট প্রত্যাশীও বেশি। যাঁরা সক্রিয় রাজনীতি করেন তাঁদের এই দাবি থাকাও যুক্তিযুক্ত। কিন্তু দল যাঁকে টিকিট দেবে তিনিই প্রার্থী হবেন।'' শুক্রবার দলীয় মঞ্চে এ রকমই বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান গৌতম দেব।

আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই শিলিগুড়িতেও পুরভোট হওয়ার সম্ভাবনা। প্রশাসনিক বৈঠক থেকেও এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে এই মুহূর্তে নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় রাজ্যের সরকার মনোনীত শাসক দলের নেতারা প্রশাসক বোর্ড চালাচ্ছেন। কিন্তু, পুরভোটে কারা প্রার্থী হবেন তা নিয়ে এখন থেকেই জোর সরগরম। দলের কর্মীদের উদ্দেশে তাই কড়া বার্তা দিলেন গৌতমবাবু। তিনি বলেন, ''প্রার্থী ঠিক করার ক্ষেত্রে দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেই বার্তায় দিয়েছেন। সকলকে নিয়েই কাজ করতে হবে। মতবিরোধ থাকবেই। কিন্তু, দলকে যেন তার জন্য ভুগতে না হয়।''

বর্ষীয়ান নেতার আরও সংযোজন, ''আমরা এখানে কখনও জিতিনি। তাই দলীয় কর্মীদের বলছি, জিততে হলে দলের শৃঙ্খলা ও নির্দেশ মানতে হবে। জোর জদবরদস্তি করে নির্বাচন হয় না। সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচন হোক। শিলিগুড়ির ৪৭ টি ওয়ার্ডে মহিলা প্রার্থীদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ও নতুন মুখ সামনে আনা হবে।'' শিলিগুড়ি পুরসভাতে বরাবরই একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিরাজ করেছে বাম শিবির। বিধানসভা নির্বাচনেও শিলিগুড়ির ক্ষমতা গিয়েছে বিজেপির হাতে। লোকসভাতেও পেছনের দিকেই তৃণমূল। শুধু তাই নয়, সেইভাবে হিসেব করলে দেখা যাবে, গোটা উত্তরবঙ্গতেই বেশ পিছিয়ে রয়েছে ঘাসফুল শিবির। এই পরিস্থিতিতে পুরভোটেও যদি দলের কোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে, তা আদপেই নির্বাচনে জয়লাভের পক্ষে ইতিবাচক নয় বলেই মনে করছেন শাসক নেতৃত্বের একাংশ।

ভনকে টপকে এক মরশুমে ব্রিটিশদের মধ্যে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড রুটের

গাব্বা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : চলতি মরশুমে নতুন রেকর্ড গড়ে ফেললেন দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ব্রিটিশ অধিনায়ক জো রুট। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড গড়ে ফেললেন জো রুট। ভেঙে দিলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ অধিনায়ক মাইকেল ভনের রেকর্ড।

শুক্রবার অ্যাসেজের প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে জো রুটের সংগ্রহ অপরাজিত ৮৬ রান। এর সঙ্গেই রুট টপকে যান মাইকেল ভনকে। ২০২১ এক ক্যালেন্ডার ইয়ারে ১৪৮২ রান করে ফেললেন জো রুট। এটাই এখন ইংল্যান্ডের ক্রিকোরদের মধ্যে এক মরশুমে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন মাইকেল ভন। তিনি মোট ১৪৮১ রান করেছিলেন ২০০২ ক্যালেন্ডার ইয়ারে। এই মুহূর্তে রুট ভনের চেয়ে এক রানে এগিয়ে রয়েছেন। তবে এই বছর আরও খেলা রয়েছে রুটের। এমন কী শনিবার সকালেও ব্যাট করতে নামবেন জো রুট। এই তালিকায় তিন নম্বর জায়গাটিও রুটেরই। ২০১৬ ক্যালেন্ডার ইয়ারে ১৪৭৭ রান করেছিলেন তিনি। ২০১৬ ক্যালেন্ডার ইয়ারে আবার জনি বেয়ারস্টো করেছিলেন ১৪৭০ রান। পাঁচ নম্বর জায়গাটিরও দখল রেখেছেন জো রুট। ২০১৫ ক্যালেন্ডার ইয়ারে ১৩৮৫ রান করেছিলেন ব্রিটিশ অধিনায়ক।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-50/EE/RD/TLM-DIV/21-222, Dt: 07/12/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 5.00 P.M on 20/12/2021 for 01(one) No item for procurement of construction material works. For details visit website- **https://tripuratenders.gov.in** and contact 03825-262095/8731074766/9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-2902/2021-22

MEMORANDUM

The E-tender vide.F.No.7(35) DM/SPUNAZ/2021/10266, Dated, 01/11//2021 (e-tender ID-2021__DAS.23818_1) invited from reputed organizations in two-bid system (Technical & Financial bid) for procurement of IT equipments for Implementation Of Computer Education Project in I 0(ten) nos. Government Schools under Sepahijala District, Bishramganj, is hereby cancelled due to unavoidable Circumstances.

Sd/- (VISHWASREE B., IAS)
District Magistrate & Collector,
Sepahijala District, Bishramganj.

ICA-C-2888/2021-22

কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ

আয়ুষ মন্ত্রক, ভারত সরকার
জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় চিকিৎসা এবং হোমিওপ্যাথি অনুসন্ধান ভবন
নং- ৬১-৬৫,প্রাতিষ্ঠানিক এলাকা, বিপরিতে ডি ব্লক, জনকপুরি
নয়াদিল্লি- ১১০০৫৮

বিজ্ঞাপন ২০২১

সিসিআরএএস পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোসিপ স্কিম
(সিসিআরএএস পিডিএফ স্কিম)

কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ (সিসিআরএএস) যা আয়ুষ মন্ত্রক, ভারত সরকারের একটি স্বশাসিত সংস্থা, তা সম্প্রতি আয়ুষ মন্ত্রকে অনুমোদনে ''সিসিআরএএস পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোসিপ স্কিম'' শুরু করেছে, যাতে অভিনব চিন্তাধারার মেধাবি যুবদের বাছায় করে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার সুযোগ প্রদান করা যায়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সতন্ত্র গবেষণা নির্মাণ এবং পরিবর্তনের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা। সিসিআরএএস দারা আয়ুর্বেদের নতুন পিএইচডি/পিজি ডিগ্রি প্রাপক এবং আনুসঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ক পিএইচডি ডিগ্রি গ্রাহকদের প্রতি বছর এমন (১০) ফেলোসিপ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সিএমআইআর, আইসিএমআর, ডিবিটি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং আয়ুষের রাষ্ট্রীয় সংস্থা ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠিত সংগঠনে বিজ্ঞান বিষয়ে ফেলোসিপ সহ অন্যান্য প্রয়োজনিয় বিষয়ে মহানির্দেশক, সিসিআরএএস দারা প্রদান করা হবে।

যোগ্য প্রার্থীদের সিসিআরএএস পিডিএফ স্কিম, আবেদনপত্র, আন্ডাটেকিং এবং বিজ্ঞপন সহ যোগ্যতা বয়সের সিমা মেয়াদ, সাম্মানিক এবং কিভাবে আবেদন ও বাছাই করা হবে তা জানতে দেখুন **www.ccras.nic.in**।

সহায়ক নির্দেশক (কোর্ডি.)

davp 17216/11/0014/2122

NOTICE INVITING e-TENDER

It is hereby notified for general information that best price is to be settled through inviting e-tender for the period of November 2021 to March 2023 of the licence of Foreign liquor warehouses to be effective at suitable premises as per the Tripura Excise Act and Rules arranged by the interested parties within the broad area noted below as specified by the Government.

SITE AND MINIMUM RESERVE FEE (MRF) FOR FOREIGN LIQUOR WAREHOUSE

Sl No.	Name of the broad area where Foreign liquor Warehouse is is proposed to be established.	Minimum Reserve Fee for the period of November 2021 to October 2022, read with Corrigendum No. F.II-1(2)-EX/2020-21(V-III)/3131-39, dated, 08/10/2021	Proposed bid for November 2021 to October 2022
1	2	3	4
	Within the limits of the South Tripura District	**Rs. 91,92,283/-**	

For the remaining period of 5(five) months from November 2022 to March 2023, the selected bidder shall have to pay @ 120% of the bid value mentioned in column 4 of above mentioned table in a proportionate manner. Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, South Tripura District. The bids shall be uploaded / submitted by the bidders within 21 (Twenty one) days from the date of publication of e-tender.

The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website **https://tripuratenders.gov.in.** Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.

Sd/-Illegible
Collector of Excise,
South Tripura, Belonia

ICA-C-2898/2021-22

NOTICE

Whereas, Sri Surasing Jamatia, L.D.Clerk of this Orgainsation posted in the offi614. Superintendent of Taxes, Charge-I, Agartala is found absenting unauthrizedly from duties w.e.f. 21.11.2005 without intimation or prior permission from the competent authority, is frequent absentee from office duty for which he was held "dies-non" earlier.

And

Whereas, he was served with Show cause notice several times in this regard earlier;

And

Whereas, his reply furnished with regard to the aforesaid show cause notices were found to be unsatisfactory for which a disciplinary proceedings was drawn up against him vide Memo No.F.IV-8(101)-TAX/90/3629 dated 31.03.2009;

And

Whereas, the charge sheet framed against vide Memo No.F.IV-8(101)- TAX/90/3629 dated 31.03.2009 was returned from the post office with comments "Out of station".

And

Whereas, Sri Surasing.jamatia, received the aforesaid charge sheet from the office on 18.06.2(11 but did not furnish any reply to the Disciplinary Authority till date and continued with his unauthorized absence w.e.f. 26.11.2005 till date ;

And

Whereas, reasonable opportunities have been given to Sri Jamatia to explain the reason for such absence but Sri Jamatia continues to desert his post by being unauthorizedly absent from duty which is unbecoming on the part of the Government Employee as per Tripura Civil Services Rules,1988;

Now, therefore, considering upon all aspects of the instant case, the Disciplinary Authority hatuissued a Mernorandarn vide No.FIV-8(101)-TAX/90/32392- 95 dated 4th August,2021, that Sri Surasing Jamatia, L.D.Clerk shall be treated as deemed to have resigned from service for his continuous unauthorized absent from office duty without intimation or .application to the competent authority for more than five years,

Sd/-(L.T. Darlong, TCS, SSG)
Commission of Taxes,
Government of Tripura

ICA-D-1418/2021-22

NOTICE INVITING e-TENDER

No.F.1/CPC/Medicine/DHS/2020-21 Dated, Agartala 07/12/2021

Tender ID:2021_HF_24514_1

A medicine Tender is hereby invited on behalf of the Director of Health Services, Government of Tripura from resourceful, experienced and bona fide, renowned licensed Manufacturer/Importer or Loan Licensee Manufacturer or, their authorized distributor for procurement of "Medicine" for the year 2021- 2022 (Rate contract two years) under the DIRECTOR OF HEALTH SERVICES, GOVERNMENT OF TRIPURA.," The details of tender are available on website **(http://tripuratenders.gov.in)** (Tender ID:2021_HF_24514_1). The last date/time of submission of the tender documents by online is 22/12/2021 upto 4:00 pm.

Sd/-Illegible
Director of Health Services
Govt. of Tripura, Agartala

ICA-C-2890/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শুক্রবার শিক্ষা ভবনে গিয়ে অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন টেট উত্তীর্ণ চাকরী প্রত্যাশীরা। ছবি নিজস্ব।

রাওয়াতের মৃত্যুতে রাজ্যসভায় শোকপ্রকাশ নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলল বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজই পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতের। তার আগে শুক্রবার এদিকে রাওয়াতের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ নিয়েও রাজ্যসভায় রাজনীতির অভিযোগ তুলল বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে অনুরোধ করেছিলেন প্রয়াত বিপিন রাওয়াতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য এক মিনিট করে সময় দেওয়া হোক বিরোধী দলগুলোকে। কিন্তু সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান।

বৃহস্পতিবার সাসপেন্ড হওয়া বিরোধী সাংসদরা একদিনের জন্য ধর্না প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। মল্লিকার্জুন খাড়্গে রাজনাথ সিংয়ের শোকপ্রকাশের পর বিরোধীদের শোকপ্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। এরপরই সংসদ কক্ষ ছেড়ে চলে যায় বিরোধীরা।

যদিও এই নিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ জানান, অধিবেশনের শুরুতেই তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা কক্ষের সকলের হয়েই দিয়েছেন, তাই আলাদা করে বিরোধীদের শোকপ্রকাশের প্রয়োজন নেই।

তারপরও এদিন সংসদের বাইরে ক্ষোভ উগরে দেন বিরোধী সাংসদরা। এইন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, যে ভাবে শোকপ্রকাশের বিষয়টি নিয়ে একচেটিয়া আধিপত্য রাখতে চাইছে শাসকরা তা দুর্ভাগ্যজনক।' অন্যদিকে, মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানান, 'এর থেকে পরিষ্কার কী ধরনের গণতন্ত্র চলছে দেশে।

ইস্তেহার প্রকাশ সত্ত্বেও বেহাল অবস্থা কংগ্রেসের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেসে কোনও ইস্তাহার কমিটি গঠন হয়নি। কোনও আলোচনা ছাড়াই কীভাবে ইস্তাহার তৈরি হল? কীভাবে তা প্রকাশ হল? এমন হাজারো প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে বিধান ভবনের অন্দরে।

চূড়ান্ত আর্থিক অনটনে কংগ্রেসের অনেকে প্রচারেই নামতে পারেননি। এমনকী ভোটার স্লিপ ছাপাতে নেতাদের দোরে দোরে ঘুরছেন প্রার্থীরা। বেহাল অবস্থা।

প্রচার শেষ হতে সপ্তাহখানেক বাকি। এখনও শুনশান বিধান ভবন। তার মধ্যেই শুক্রবার ইস্তাহার প্রকাশ হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার তারকা প্রচারকদের নাম প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তালিকায় বঙ্গ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব থাকলেও নেই কোনও দিল্লির নেতা। তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করেই দায়িত্ব সেরেছে প্রদেশ। কোথায় কবে প্রচারে যেতে হবে তা অজানা প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান বা সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যদের। কিছুই জানেন না দীপা দাশমুন্সি বা দেবপ্রসাদ রায়রা। তিন সাংসদ অধিবেশনে। বিরোধী দলনেতা অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দি। অন্যান্য নেতৃত্ব প্রদেশ সভাপতির কাজকর্মে ক্ষুব্ধ। বিধান ভবনের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে বেকায়দায় পুরভোটের কংগ্রেস প্রার্থীরা। অবশেষে শুক্র ও শনিবার প্রদেশ সভাপতি শহরে প্রচারে নামার কথা ঘোষণা করায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে বিধান ভবন।

কুতুব মিনার চত্বরে পুজোর আবেদন, খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির কুতুব মিনার চত্বরে পুজো করতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন বিষ্ণু এস জৈন নামে এক আইনজীবী। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে বিচারপতি নেহা শর্মা বলেন, ''ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধ। বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক সাম্রাজ্যের শাসন চলেছে এখানে। অতীতে যে অনেক ভুল, অন্যায় হয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু অতীতের ভুলভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের শান্তি তো নষ্ট করা যায় না।''

প্রসঙ্গত, কয়েক দশক ধরে মামলা চলার পর সুপ্রিম কোর্টের অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ার পর একের পর এক মুসলিম স্থাপত্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কাশী-মথুরার শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমিতে অবস্থিত মসজিদ নিয়ে আদালতে মামলা হওয়ার পর এবার একাধিক হিন্দু সংগঠনের দাবি হিন্দু দেবদেবীদের মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট তকমা পাওয়া কুতুব মিনারও। তাই সেখানে পুজো করতে চেয়ে দায়ের হল মামলা। আইনজীবী বিষ্ণু এস জৈনের দায়ের করা মামলার আবেদনে জানানো হয়েছে সেকথা। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই অঞ্চলে হিন্দু ও জৈনদের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরগুলিতে যে দেবদেবীদের পুজো হত, তাঁদের বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করারও আবেদন করা হয়েছে আদালতে। আবেদনকারীদের দাবি, এখানে মোট ২৭টি মন্দির ছিল। তার মধ্যে অন্যতম জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভ দেবের উপাসনাস্থল-সহ ভগবান বিষ্ণু, গণেশ, শিব, সূর্য, হনুমান, দেবী গৌরীর মন্দির। ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট অ্যাক্ট অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কুতুব মিনার চত্বরের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরের পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট গঠন করার নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও করা হয়েছে পিটিশনে।

প্রসঙ্গত, কুতুব মিনার ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর অন্তর্গত। ইঁটের তৈরি মিনারের মধ্যে এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম মিনার। দৈর্ঘ্য ৭২.৫ মিটার। এখানে রয়েছে ৩৭৯টি ঘোরানো সিঁড়ি।

অভিনব বিজ্ঞাপনে দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতকে শ্রদ্ধা আমুলের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : অভিনব বিজ্ঞাপনে দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতকে শ্রদ্ধা জানাল ডেয়ারি সংস্থা 'আমুল'। আমুলের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'হর সৈনিক কে ইয়ার থে উও, দুশমন কে লিয়ে তলোয়ার থে উও'। দেশের এক অনন্য যোদ্ধাকে নিবিড় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের এই পোস্ট মুগ্ধ করেছে সকলকে।

দেশের প্রথম সেনা সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াতের আকস্মিক ও অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ। বুধবার বিকেলে তাঁর প্রয়াণ সংবাদ পাওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা পোস্ট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের পাশাপাশি আমজনতার হৃদয় মোচরানো নানা পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। তবে এরই ভিতরে আলাদা করে নজর কেড়েছে ডেয়ারি সংস্থা 'আমুল'। বরাবরই এই ডেয়ারি সংস্থা চমকে দেয় তাদের বিজ্ঞাপনে। কথার টুইস্টে মুচকি মেজাজ বজায় রেখে সকলের মন জিতে নিতে দেখা গিয়েছে তাদের। এদিনের আমুলের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'হর সৈনিক কে ইয়ার থে উও, দুশমন কে লিয়ে তলোয়ার থে উও'। অর্থাৎ প্রতিটি সেনারই তিনি বন্ধু ছিলেন। একই ভাবে শত্রুর মোকাবিলায় সদা উদ্যত ছিল তলোয়ার। শোকের আবহের কারণেই একেবারে ভিন্ন ঘরানার ছোঁয়া ছিল এদিনের বিজ্ঞাপনে। দেখা মেলেনি বিখ্যাত 'আমুল গার্ল'-এর। বরং ধূসর রঙের আবহে শোকের ছায়া ছিল প্রকট। দেশের এক অনন্য যোদ্ধাকে নিবিড় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের এই পোস্ট মুগ্ধ করেছে নেটিজেনদের।

শুক্রবার বিকেলে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন দেশের প্রথম সর্বাধিনায়ক বিপিন রাওয়াত। রাজধানী দিল্লির ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়্যারে সস্ত্রীক শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে কপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো রাওয়াতের। ১৭ তোপধ্বনিতে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় তাঁকে।

সাপ্তাহিক হাজিরা থেকে নিস্তার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ শাহরুখ পুত্র আরিয়ান

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : জামিনের শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক শুক্রবার নার্কোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র সামনে হাজিরা দিতে হয় বলিউড তারকা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান। এবার সেই সাপ্তাহিক হাজিরা থেকে নিস্তার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ আরিয়ান।

টানা ২২ দিন জেলে কাটানোর পর ৩০ অক্টোবর জামিনে মুক্তি পান আরিয়ান। কিন্তু জামিন মঞ্জুর করলেও, প্রতি শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে ২টোর মধ্যে দক্ষিণ মুম্বইয়ে এনসিবি-র দফতরে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেন বম্বে হাইকোর্ট-এর বিচারপতি নিতিন সাম্বড়ে। তাতে সংশোধন চেয়ে এবার আদালতে আবেদন জানালেন শাহরুখ-পুত্র। আরিয়ানের যুক্তি, হাতবদল হয়ে মাদক মামলার তদন্ত এই মুহূর্তে দিল্লি এনসিবি-র বিশেষ তদন্তকারী দলের হাতে। সে ক্ষেত্রে মুম্বইয়ে এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ খাটে না। তাই জামিনের শর্তাবলীতে সংশোধন ঘটানো হোক। প্রত্যেক শুক্রবার পুলিশি ঘেরাটোপে আরিয়ান যখন এনসিবি-র দফতরে যান, সেখানে ভিড় করে থাকে সংবাদমাধ্যম। আবেদনে তারও উল্লেখ করেছেন আরিয়ান। আগামী ১৩ ডিসেম্বর বিচারপতি সাম্বড়ের এজলাসেই আরিয়ানের আবেদনের শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। গত ২ অক্টোবর আরবসাগরের বুকে একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী থেকে আরিয়ানকে হেফাজতে নেয় এনসিবি।

অভিনব শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শিল্পীর, অশ্বত্থ পাতায় ফুটে উঠল সেনা সর্বাধিনায়কের মুখ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার তামিলনাড়ুতে এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত। এই আচম্বিত দুর্ঘটনায় শোকে বিহ্বল দেশ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সকলে। গতকাল রাত থেকেই একে একে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বীর সেনানিকে। আজ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এর মধ্যেই নজর কেড়ে নিলেন এক শিল্পী। অশ্বত্থ পাতার ওপর সেনা সর্বাধিনায়কের মুখ ফুটিয়ে।

বাসভবনে কিংবা শ্মশানে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ হয়নি জনৈক শশী আদকরের। কিন্তু যথার্থ শিল্পীটি একটি অশ্বত্থ পাতার ওপর ফুটিয়ে তুললেন রাওয়াতের মুখ। এত সুনিপুণভাবে প্রয়াত সিডিএস-এর মুখশ্রী ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী দেখলেই অবাক হতে হয়। এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি। অভিনেতা অনুপম খের ওই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন। শেয়ার করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও। অন্য কারও মৃত্যুতে সাম্প্রতিক অতীতে এই দেশ এতটা আন্দোলিত হয়নি।

প্রসঙ্গত, বুধবার তামিলনাড়ুতে এক মর্মান্তিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রয়াত হয়েছেন দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত। মৃত্যু হয়েছে তাঁর স্ত্রী মধুলিকা এবং আরও ১১ সেনাকর্মীরও। গোটা দেশ আজ শুক্রবার, বিলে চারটের সময় দিল্লির ব্রার স্কোয়্যারে স্ত্রী সহ জেনারেল রাওয়াতের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

আমিষ স্টল বন্ধ ইস্যুতে প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করে মামলা খারিজ করল গুজরাট হাইকোর্ট

আমেদাবাদ, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : গুজরাটের নানা অঞ্চলে আমিষ খাবারের স্টল বন্ধ ইস্যুতে প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করল গুজরাট হাইকোর্ট। এবিষয়ে হকারদের করা এক মামলার শুনানিতে শুক্রবার বিচারক বলেন, 'কিছু মানুষের ইগোকে সন্তুষ্ট করতে এই ধরনের কাজ করা উচিত নয়।' তবে আমেদাবাদ পুরসভার দাবি, কেবলমাত্র সরকারি জমি দখল করে রাখা খাবারের স্টলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যার ফলে মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

গত মাসে প্রকাশ্যে আমিষ বিক্রি নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আমেদাবাদ পুরসভা। একই পদক্ষেপ গ্রহণ করে বরোদা---সহ একাধিক শহরের প্রশাসন। এর পর আমেদাবাদ সহ গুজরাটের নানা অঞ্চলে আমিষ খাবারের স্টল গুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পুরসভা। সম্প্রতি তাঁদের গাড়ি কেড়ে নিয়েছিল পুরসভা। এরই প্রতিবাদে ২৫ জন হকার আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই মামলার শুনানিতে শুক্রবার প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করল হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি বীরেন বৈষ্ণব জানান, 'কেউ দুঃস্বপ্ন দেখল আর পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি লোকদের সব কিছু বিক্রিতেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দিলেন! কিছু মানুষের ইগোকে সন্তুষ্ট করতে এই ধরনের কাজ করা উচিত নয়।'

তবে সরকারি তরফে অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়, রাস্তা থেকে বেআইনি দোকানগুলি উৎখাত করতেই ওই স্টলগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি তরফের ব্যাখ্যা শুনে অবশ্য বিচারপতি জমা পড়া পিটিশন খারিজ করে দেন।

জানান, 'আমি যদি আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়ে থাকি, তবে তা প্রত্যাহার করছি। দখলদারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হলে তা স্বাগত। এটা আপনাদের ক্ষমতা। কিন্তু মনে রাখবেন, স্রেফ কেউ বলল বলে এটা করা হল তা যেন না হয়।' কিন্তু এক্ষেত্রে এমনটা করা হয়নি বলে বিচারপতি মামলাটি খারিজ করেন

দেশে মাস্কের ব্যবহার নিম্নে ঠেকেছে, সতর্ক করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশে-বিদেশে যখন করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। তখনই দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত মাস্ক ব্যবস্থার কমে গিয়েছে ভারতে। দেশে মাস্ক ব্যবস্থারের গ্রাফ ক্রমশ নিম্নমুখী হওয়ায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এই প্রবণতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। নীতি আয়োগের (স্বাস্থ্য) সদস্য ভি কে পল জানান, নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে তো মাস্ক ব্যবহার এতটাই কম গিয়েছে যে দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে যতটা ছিল, তার থেকেও নিম্নস্তরে আছে। যা পরিস্থিতি জটিল করে তুলতে পারে।

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, দেশে কত মানুষ মাস্ক ব্যবহার করছেন, তা নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। যাতে সার্বিকভাবে ভারতীয়দের মধ্যে মাস্ক ব্যবহারের প্রবণতার ইঙ্গিত মিলেছে। নীতি আয়োগের (স্বাস্থ্য) সদস্য পল জানান, দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় মাস্ক পরার প্রবণতা বেশি ছিল। সেইসময় মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রবণতা কমতেই আবারও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কমে গিয়েছে। নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে তো মাস্ক ব্যবহার এতটাই কমে গিয়েছে যে দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে যতটা ছিল, তার থেকেও কমে গিয়েছে।

তিনি বলেন, ''বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছে যে এখন সেই সময় আসেনি, যখন মাস্ক পরা বন্ধ করে দেওয়া যায়। মাস্ক পরার নিরিখে আমরা এখন বিপজ্জনক এং অগ্রহণযোগ্য স্তরে অবস্থান করছি। টিকা এবং মাস্ক - দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টা আজও আমাদের মনে রাখতে হবে।'' তিনি জানান, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মত সংক্রমণের যে পরিস্থিতি, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারতকে সতর্ক থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে 'সামাজিক টিকা' হিসেবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে মানুষকে। কারণ আপাতত করোনার এমন কোনও প্রজাতি আসেনি, যা সঠিক মাস্ক ভেদ করে ঢুকতে পারে।

শিক্ষা ভবনে ধরণা বাঙালী ছাত্র সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষা ভবনের সামনে শুক্রবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। শিক্ষায় বেসরকারীকরণ এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার শিক্ষা ভবনের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে। বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্য শিক্ষা বেসরকারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এ ধরনের মানসিকতা ও উদ্যোগ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ। অবিলম্বে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত থেকে সরে আসার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। শিক্ষকদের অন্যকোন কাজে নিযুক্ত না করার জন্য বাঙালির ছাত্র ও যুব সমাজের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সহযোগিতায় শীতবস্ত্র বিতরণ

নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেব সংঘের সহযোগিতা মেঘলিপাড়া চা বাগামে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধ ব্রহ্মচারী মহারাজ, সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায় সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সহযোগিতায় পুরাতন আগরতলার কাছে মেঘলিপাড়া চা বাগান এলাকায় দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনেও সংঘের তরফ থেকে সমাজসেবামূলক কর্মসূচি নেয়া হবে। তিনি জানান, মেঘলিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধিকাংশ মানুষ শ্রমজীবী অংশের। অভাব অনটন প্রায়শই লেগে থাকে। এই অবস্থায় শীতের মরশুমে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি আরও বলেন, এই গ্রামটিতে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারীভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হয়।

আমার বাবা একজন দেশ নায়ক ছিলেন ঃ আশনা লিড্ডার

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : "আমার বাবা ছিলেন একজন দেশ নায়ক ছিলেন, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।" শুক্রবার বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে একথা বলেন তামিলনাড়ুর কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল লখবিন্দর সিং লিড্ডার কন্যা আশনা লিড্ডার। শুক্রবার সকালে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তামিলনাড়ুর কুন্নুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহতব্রিগেডিয়ার জেনারেল লখবিন্দর সিং লিড্ডারের। মুখাগ্নি করেন তাঁর কন্যা আশনা লিড্ডার। শোকে কার্যত ভাষা হারিয়েছেন। বাবার অন্তিম সংস্কারের পর বাঁধ মানেনি চোখের জল। বাবার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্রিগেডিয়ার লিড্ডার-কন্যা বলেন, 'আমি এবার ১৭ বছরে পড়ব। অর্থাৎ বাবা আমার সঙ্গে ১৭ বছর ছিলেন। আগামী দিনে আমরা সেই সুখ-স্মৃতি নিয়েই এগিয়ে যাব। এটা জাতীয় ক্ষতি। আমার বাবা ছিলেন একজন দেশ নায়ক ছিলেন, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। হয়ত এটাই আমাদের ভাগ্যে ছিল। তিনি আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিলেন।'

ব্রিগেডিয়ারের শেষকৃত্যের পর তাঁর স্ত্রী গীতিকা লিড্ডার বলেন, 'একজন ভাল বাবাও ছিলেন। আমাদের অবশ্যই তাঁকে বিদায় দিতে হবে... তবে হাসিমুখে বিদায় দিচ্ছি। আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী। এটি একটি বড় ক্ষতি। সন্তানদের জন্য অনেকটা ক্ষতি, অপূরণীয়।'

এদিন দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের ব্রার স্কোয়ারে ব্রিগেডিয়ার লখবিন্দর সিং লিড্ডারের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শেষকৃত্যে যোগ দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও তিন বাহিনীর প্রধান। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন রাঠৌর। ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমিতে তিনি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার লিড্ডারের ব্যাচমেট। শেষকৃত্যে ছিলেন মৃত সেনা অফিসারের মা ও স্ত্রী। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এল এস লিড্ডার। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের ডিফেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁকে ব্রিগেডিয়ার থেকে মেজর জেনারেল পদে প্রোমোশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। কথা ছিল ডিভিশন অফিসারের দায়িত্ব নেওয়ার। তার আগেই তামিলনাড়ুর কপ্টার-দুর্ঘটনা কেড়ে নিল এই সেনা অফিসারের প্রাণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।